লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ১০০ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নবপর্যায় ৮৫ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ১ মহরম, ১৪৪৪ হিজরি | ৩১ ওফা, ১৪০১ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০২২ ঈসাব্দ

"স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌র প্রতি যার বিশ্বাস যত বেশি, সে তত বেশি অন্যায় ও অপরাধ পরিহার করে চলে"

– হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫০-৫১)

সম্পাদকীয়

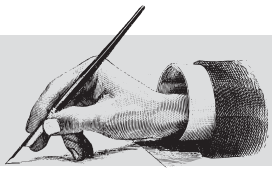

পৃথিবীতে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কী প্রয়োজন আছে? মানুষ চাইলেই তো মন্দ কর্ম পরিহার করে পুণ্যের পথে চলতে পারে তাহলে একজন পথ-প্রদর্শকের আবশ্যকতা কী? এমন প্রশ্নের উত্তর হল, পাপ ও পুণ্য- এ দুটি শব্দও পৃথিবীতে কোনো না কোনো প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির আগমনে মানুষ শিখতে পেরেছে। অর্থাৎ একসময় মানুষের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান ছিল না, ভাল বা মন্দের জ্ঞান ছিল না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মহাপুরুষরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেই মানবজাতিকে ভাল-মন্দের পার্থক্য শিখিয়েছেন। অতএব মানুষ যখন মন্দ কর্ম পরিহার করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তখন ঐশী কৃপাবারিও তার জন্য বর্ষিত হয়। কিন্তু বুলিসর্বস্ব পুণ্যবান হলেই হবে না বরং সত্যিকার অর্থে পুণ্যবান হতে হবে।

এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "বুলিসর্বস্ব পুণ্যবান বা নিজেকে পুণ্যবান দাবীকারী অনেকেই আছে কিন্তু তাদের উদাহরণ সেরূপই যেমন একটি ফোঁড়া যা পুঁজ দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে, যা বাহ্যিকভাবে দেখতে অনেক সুদৃশ্য আর শরীরের অন্যান্য অংশ থেকেও তা অনেক সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখায় কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তা দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজে পরিপূর্ণ থাকে। পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করার লক্ষণও তো থাকা চাই। আলো, রোদ ও তাপ এই কথার স্বাক্ষী যে, সূর্য উদিত হয়েছে কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি রাতে সূর্য উদিত হবার কথা বলে যখন কিনা সূর্যের লক্ষণও নেই বল দেখি, কেউ কি তার এ কথাকে গুরুত্ব দিবে? কখনও নয়। তাই তাদের অবস্থা এরূপই যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখি অথচ ঈমানের কোনো লক্ষণ বিদ্যমান নাই অর্থাৎ পাপকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করা আর এরপর এর প্রভাব অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ ও বরকতসমূহ এবং সমর্থনসমূহ ও প্রকৃত পবিত্রতা, খোদাভীতি তাদের মাঝে বিলুপ্ত। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির বিপরীতে তাদের (জাগতিক) কাজসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা এবং পাপকর্ম করা ও আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্য হওয়া তাদের নিকট আগুন গলাধঃকরণ করার চেয়েও অধিকতর মন্দ বলে বিবেচিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে কোন জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতাপ তাদের প্রভাবিত করে না বরং এরা আল্লাহ্ তা'লা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কারও উপকার করার ও কারও ক্ষতি করার ক্ষমতা দেয়ার ক্ষেত্রে তুচ্ছ পোকা-মাকড়ের ন্যায় মনে করে। আর তার অবস্থা, আচরণ ও তার সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অধীন হয়ে যায় এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩২১-৩২২)*

মানুষের নিজস্ব এ শক্তি নেই যা দ্বারা এ সমস্ত (ঐশী) কল্যাণরাজি লাভ করতে পারে এবং সমস্ত হীন কর্ম থেকে পুরোপুরি মুক্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার রীতি সর্বদা এটিই যে, তিনি পৃথিবীতে একজন মানুষকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেন এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা তার মাধ্যমেই প্রকাশ করেন। তার দোয়াসমূহ কবুল করে তাকে সে বিষয়ে অবগত করেন। তার ওপর বাক্যালাপের কল্যাণরাজি জারি করেন এবং তার মাধ্যমে এমনসব অলৌকিক নিদর্শন ও অদৃশ্যের বিষয়াদি প্রকাশ করেন যা দেখে নিম্নস্তরের চিন্তা-চেতনার অধিকারী লোকেরা হতাবাক হয়ে যায়। আর তাদের সমর্থনে এমনসব উজ্জ্বল ও প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়াদি প্রকাশ করেন যে মানুষের হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি এবং বিশ্বাসগত স্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চাক্ষুষ দেখে নেয়। আর এমনভাবে আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এবং শান-শওকত দর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয়সমূহ থেকে আল্লাহ্ তা'লার শরীক সত্তা এবং প্রবৃত্তির সমস্ত নোংরামি ও কামনা-বাসনা যা পাপের মূল হয়ে থাকে তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ ও বিশালত্ব তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়। সুতরাং এ পদ্ধতিতে তারা একটি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী দলে পরিণত হয়ে যায়। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩২২)*

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**
পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

সূচিপত্র

৩১ জুলাই ২০২২

পবিত্র কুরআন	**৩**
হাদীস শরীফ	**৪**
অমৃতবাণী	**৫**
১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** বিষয়: ***হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***	**৬**
৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** বিষয়: ***রমজান মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস***	**১৬**
সীরাতুল মাহদী (আ.) *[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]* ***প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)*** ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ	**২৫**
শোক সংবাদ	**২৬**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর সান্নিধ্যে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপচারিতার একান্ত কিছু মুহূর্ত	**২৭**
সংবাদ	**৩১**
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত	**৩২**

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩২১)

'আহমদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র **'আহমদী'** পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক**, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

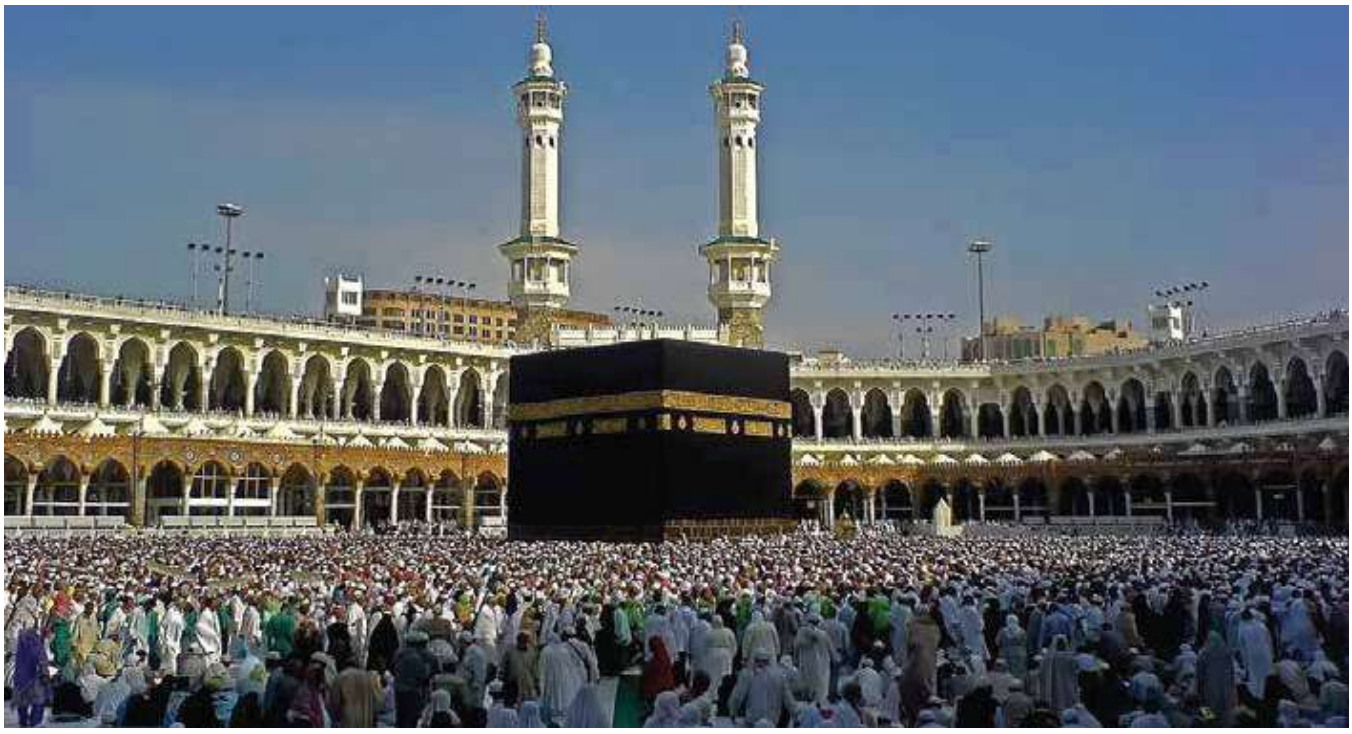

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآىِٕكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا یُشْرِكُوْنَ *(সূরা আর রূম: ৪১)*

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন অতপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে (আল্লাহ্‌র) শরীক সাব্যস্ত করো তাদের মাঝে কেউ কি এরূপ কিছু করতে পারে? তিনি অতিব পবিত্র এবং তারা যেসব শরীক সাব্যস্ত করে তিনি এগুলোর উর্ধ্বে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও ক্ষমতার জ্ঞান মানুষের যত বেশি থাকবে এবং যত বেশি এ বিশ্বাস থাকবে যে তাঁর অবাধ্য হলে কঠোর শাস্তি নির্ধারিত তত বেশি পাপকর্ম ও অবাধ্যতা এবং নির্দেশ অমান্য করা থেকে সে বিরত থাকবে। লক্ষ্য করো! কতিপয় ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণ আসার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করছে। এই সৎলোক, ওলী ও দরবেশ কারা হয়ে থাকে? আর তাদের মাঝে অতিরিক্ত কী গুণাবলীই বা রয়েছে? সেটি এ বিশ্বাসই। বিশ্বাসগত ও পরিপক্ক জ্ঞান মানুষকে আবশ্যিকভাবে ও স্বভাবগতভাবে একটি কাজ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে। আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সীমিত ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়। সন্দেহ প্রবণতা উপকারী বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। বিশ্বাসেই কেবলমাত্র প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাসগত জ্ঞান এক ভয়ানক বজ্রপাত অপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে থাকে। তার প্রভাবেই এ সমস্ত লোক মস্তক অবনত করে ও গলা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌র প্রতি যার বিশ্বাস যত বেশি, সে তত বেশি অন্যায় ও অপরাধ পরিহার করে চলে।

(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২১)

হাদীস শরীফ

عَن أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ :كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوالِهِ إِلَيْه بَيْرُحَاء، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قام أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى، أَرْجُو بِرَّهَا، وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله حَيْثُ أَرَاكَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بَخ ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ *(সহীহ বুখারী: ১৪৬১, সহীহ মুসলিম: ৯৯৮)*

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মদীনার আনসারদের মাঝে আবু তালহা (রা.) সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী 'বায়রুহা' নামক বাগানটি তার (রা.) কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। মহানবী (সা.) তার বাগানে প্রবেশ করে সুপেয় পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, উক্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় যার অর্থ "তোমরা তোমাদের প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না" (আলে-ইমরান: ৯২)। তখন আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ আপনার ওপর উক্ত মহান আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না" (আলে-ইমরান: ৯২)। এক্ষেত্রে 'বায়রুহা' বাগানটি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এটি আমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলাম। অতএব আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহ্‌র নিকট আমার পক্ষ থেকে জমা থাকল; কাজেই আপনি যাকে ইচ্ছা- তা দান করতে পারেন। তখন মহানবী (সা.) বললেন, কী চমৎকার কথা! এ তো উত্তম সম্পদ, এ তো উত্তম সম্পদ। তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার মতে তোমার এই সম্পদ তোমার নিকটাত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দেয়া উত্তম হবে। তখন আবু তালহা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অবশ্যই তা-ই করব। এরপর তিনি (রা.) তার নিকটাত্মীয় এবং আপন চাচার সন্তানদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

আল্লাহ্‌র অধিকার কী? তা হল, তাঁর ইবাদাত করা এবং তাঁর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক না করা এবং সদা আল্লাহ্‌র যিকির করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে (বর্ণিত) হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিস পরিহার করা।

বান্দার অধিকারের সারাংশ হল, কারও প্রতি অন্যায় না করা, কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা অর্থাৎ যেখানে তার কোনো অধিকার নেই (সেখানে হস্তক্ষেপ না করা), মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া ইত্যাদি।

এখন এ দুটি বিষয় এমন কঠিন যে, সকল গুনাহ, অপরাধ, পাপ এবং অন্যদিকে সকল পুণ্যের মূলনীতি এর মাঝে নিহিত। বলার সময় সবাই এ কথা বলতে পারে যে, আমি নিজ শক্তিবলে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারি কিন্তু মানুষ আদৌ মানবীয় প্রকৃতি বা স্বভাবের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। মানবীয় স্বভাব বা প্রকৃতি কোনো কাপড়ের আঁচল নয় যে নোংরা হল আর কেটে বাদ দিলাম। মানব প্রকৃতি আত্মার জন্মগত অংশ। তাই মানবীয় প্রকৃতিতেই এ বিষয়টি রাখা হয়েছে যে, মানুষ ঐসকল বিষয়কে ভয় পায় এবং পরিহার করে বা বেঁচে চলে যেগুলোকে সে নিজের ধ্বংসের কারণ মনে করে অথবা নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। কেউ কখনও দেখে নি যে, বিষাক্ত সাপকে সাপ বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও কেউ হাত দিয়ে ধরে ফেলেছে অথবা প্লেগ কবলিত গ্রামে যেখানে মৃত্যুর মিছিল লেগেছে সেখানে অযথা গিয়ে ঢুকেছে। এই আত্মরক্ষা বা বেঁচে চলার কী কারণ? কারণ হল, এগুলোকে সে নিজের মৃত্যুর কারণ বলে বিশ্বাস করে। একইভাবে মানুষ পাপ এবং অপরাধের ব্যাধি থেকে তখন মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে যখন সে চোর এবং সাপ ইত্যাদির চেয়ে ঐসব পাপ এবং অপরাধের ক্ষতি বেশি বলে বিশ্বাস রাখবে আর খোদা তা'লার প্রতাপ, তাঁর প্রভাব এবং পরাক্রমশালী হওয়া সদা তার দৃষ্টিতে থাকবে। মানুষ নিজের লোভ, আকাঙ্খা এবং হৃদয়ের বাসনাও পরিত্যাগ করতে পারে যেমন ডায়েবেটিস রোগীকে ডাক্তার বলে দেয় যে, আপনি মিষ্টান্ন পরিহার করুন। তখন সে প্রাণ নাশের ভয়ে মিষ্টান্ন স্পর্শও করে না। আধ্যাত্মিক লোভ, আকাঙ্খা ও মনোবাসনার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যদি খোদা তা'লার মাহাত্ম্য এবং তাঁর প্রতাপ সত্যিকার অর্থে তার হৃদয়ে বাসা বাঁধে তাহলে তাঁর অবাধ্যতা অগ্নি ভক্ষণ এবং মৃত্যুর চেয়ে অধিক জঘণ্য অনুভব করবে। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩১৯-৩২০)*

০১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের অশান্তকর পরিস্থিতি ও নৈরাজ্য সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এ বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'সিররুল খিলাফা'তে বর্ণনা করেন, ইবনে খুলদুন লিখেছেন যে, সমস্ত আরবের সাধারণ মানুষ ও বিশেষ শ্রেণীর লোক মুরতাদ হয়ে যায়। বনু ত্যায় এবং বনু আসাদ 'তুলায়হার' হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এছাড়া বনু গাতফান মুরতাদ হয়ে যায়। বনু হাওয়াযেন দ্বিধান্বিত ছিল এবং তারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও বনু সোলায়েমের গোত্রপতি মুরতাদ হয়ে যায়। একইভাবে অন্যান্য স্থানের লোকদের অবস্থাও প্রায় একই ছিল।

ইবনে আসির নিজ ইতিহাসে লেখেন, আরবরা মুরতাদ হয়ে গেছে, প্রত্যেক গোত্রের মাঝ থেকে সাধারণ–অসাধারণ সকলের কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায় আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দিতে থাকে। এছাড়া মুসলমানদের আপন নবী (সা.)-এর মৃত্যু আর নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে অবস্থা এমন (সংকটাপন্ন) হয়েছিল যেভাবে বৃষ্টি ভেজা রাতে ছাগলভেড়ার হয়ে থাকে (অর্থাৎ ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় এবং আশ্রয়স্থল খোঁজে)। তখন লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, লোকেরা কেবল উসামার সৈন্যবাহিনীকেই মুসলমানদের সৈন্যসামন্ত মনে করে আর

আপনি যেরূপ দেখছেন, আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই মুসলমানদের এই দলকে আপনার থেকে পৃথক করা সমীচীন হবে না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! হিংস্র প্রাণী যদি আমাকে ছিড়ে খাবে বলে আমি নিশ্চিতও জানি তবুও অব্যশ্যই মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী আমি উসামার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করব। মহানবী (সা.) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন আমি তা রহিত করতে পারি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রা.)-এর বরাতে বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আমরা এমন এক স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম যে, হযরত আবু বকরের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি কৃপা না করতেন তাহলে আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে এ কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন যে, আমরা 'বিনতে মাখায' তথা এক বছর বয়সী উটনী এবং এবং 'বিনতে লগূন' তথা দুই বছর বয়সী উটনীর যাকাতের জন্য যুদ্ধ করব এবং আমরা আরবকে পদানত করবো আর আমৃত্যু আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকব।

এই যে বিতর্ক চলছে, এর কারণে কতিপয় ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে আর এ প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে যে, ইসলামে কি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর যখন প্রায় পুরো আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় আর অনেকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সবার বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এমন লোকদের জন্য মুরতাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী জীবনীকার এবং আলেমরা ভুল করেন বা তারা এ ভুল শিক্ষা প্রচারের কারণ হয়েছেন যে, মুরতাদের (ধর্মত্যাগীর) শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড আর এজন্যই হযরত আবু বকর সকল মুরতাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন এবং যারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে নি এমন সকল লোককে তিনি হত্যা করিয়েছেন। এভাবে সেসব ঐতিহাসিক ও জীবনীকারকগণ হযরত আবু বকরকে খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত বিশ্বাসের সংরক্ষণকারী ও এর নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ বাস্তবতা হল, খেলাফতে রাশেদার ঐ যুগে খতমে নবুয়্যত ও খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত বিশ্বাসের এরূপ সংরক্ষণের কোন ধারণা বা মতবাদের অস্তিত্বই ছিল না, আর খতমে নবুয়্যত সংকটাপন্ন ছিল বলে সেসব লোকের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করা হয়েছে- বিষয়টি এমন নয়; কিংবা যেহেতু মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড- তাই তাদেরকে হত্যা করা হোক। এটি বিস্তারিত বর্ণনা তো পরে করা হবে; তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হল- সেই বিষয়ে বর্ণনা করা হবে। প্রথমে এটি বলা আবশ্যক, কুরআন শরীফ বা মহানবী (সা.) কি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন, নাকি অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন? ইসলামের পরিভাষায় মুরতাদ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। কুরআন শরীফের দিকে তাকালে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্থানে মুরতাদদের উল্লেখ করলেও তাদেরকে হত্যা করার বা কোন ধরনের জাগতিক শাস্তির উল্লেখ করেন নি। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রথম আয়াতটি হল: খেলাফত

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

অর্থাৎ 'আর তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় ও কাফের অবস্থায় মারা যায়, সেক্ষেত্রে এরাই এমন লোক যাদের কর্ম ইহকালেও এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়েছে; এবং এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা দীর্ঘকাল বসবাস করবে।' *(সূরা আল্ বাকারা: ২১৮)*

এই আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে-ই মুরতাদ হয়ে যায় এবং অবশেষে এই অবিশ্বাসের মাঝেই মারা যায়- এই কথাটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছিল না। কেননা যদি তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতো তবে একথা বলা হতো না– এমন মুরতাদ অবশেষে অস্বীকারী হিসেবে মারা যায়।

এরপর আরেক স্থানে বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ 'হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও তারা তাঁকে ভালবাসবে; মু'মিনদের প্রতি তারা অত্যন্ত সদয় হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী ও চিরস্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী।' *(সূরা আল মায়েদা: ৫৫)*

এই স্থানেও মুরতাদদের উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, এমন লোকদের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লা জাতির পর জাতি দান করবেন, কিন্তু কোথাও একথা উল্লেখ করেননি যে, মুরতাদদের হত্যা করো বা অমুক অমুক শাস্তি দাও।

এরপর আরও একটি আয়াত রয়েছে যা সব ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নের নিরসন ঘটায়, আর তা হল সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে অতঃপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে অতঃপর অস্বীকার করে আর অস্বীকারে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, আল্লাহ্ এমন নয়।' *(সূরা আন্ নিসা: ১৩৮)*

অতএব একথাটি এখানে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আর আমাদের সাহিত্যেও এই ব্যাখ্যাই করা হয়। তফসীরকারকরাও এর ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নিজ অনূদিত কুরআনে এর কিছুটা বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন যে, এই আয়াত এ বিশ্বাসের খণ্ডন করে যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অতঃপর তিনি বলেন, যদি কেউ মুরতাদ হয়ে আবার ঈমান আনে অতঃপর পুনরায় মুরতাদ হয়ে আবার ঈমান আনে সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যদি কাফির অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে। যদি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হত তাহলে তার বারংবার ঈমান আনা এবং অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই আসত না। এছাড়াও কুরআনে আরও কিছু আয়াত রয়েছে যা নীতিগতভাবে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড-মর্মে ধারণার খণ্ডন করে। যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থাৎ 'এবং তুমি বল, 'সত্য সেটিই যা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক'। আমরা নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য এমন আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার প্রাচীর তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেরবে। এবং যদি তারা পানি চায় তাহলে তাদেরকে এমন পানি দেওয়া হবে যা হবে গলিত তামার, যা তাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসে দিবে। তা অত্যন্ত মন্দ পানীয় এবং অতি মন্দ বিশ্রামস্থল।' *(সূরা আল্ কাহাফ: ৩০)*

ধর্ম সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগের ধারণার খণ্ডন করে বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ 'ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নাই। নিশ্চয় সৎপথ ও ভ্রষ্টতা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যে ব্যাক্তি কোন শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে নিশ্চয় সে এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।' (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৭)

কুরআন করীমের কিছু আয়াত দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে ধর্মের নামে সর্বপ্রকার কঠোরতা, বলপ্রয়োগ এবং শাস্তিপ্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর মুরতাদদের উল্লেখ করে কোন ধরনের শাস্তির উল্লেখ না করা আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে; অর্থাৎ মুরতাদের জন্য ইসলাম ধর্ম কোন প্রকার শারীরিক ও জাগতিক শাস্তি নির্ধারণ করে না। কুরআনের এই শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন বিশেষভাবে এ থেকেও হয় যে, কুরআন করীমের অনেক স্থানে মুনাফেকদের উল্লেখ রয়েছে আর মুনাফেকদের অপকর্মের কথা এত ফলাও করে উল্লেখ করা হয়েছে যেভাবে কাফেরদের অপকর্মের উল্লেখ করা হয় নি। তাদেরকে দুষ্কৃতকারীও আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কাফেরও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাদের সম্পর্কে ইসলাম গ্রহণের পর অস্বীকার করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এমন কোন মুনাফেকের জন্য কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নাই। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, কোন মুনাফেককে তার কপটতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়নি। যেমন, মুনাফেকদের উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন বলে,

পবিত্র কুরআন বলে,

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

অর্থাৎ 'তুমি বলে দাও, তোমরা স্বেচ্ছায় খরচ কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা একটি দুষ্কর্মপরায়ণ জাতি। তাদের কাছ থেকে, তাদের আর্থিক কুরবানী গৃহীত হবার (বিষয়ে) এছাড়া আর কোন কিছুই তাদের বঞ্চিত করে নি যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে আর তারা নামাযে আসতো চরম আলস্যের সাথে এবং খরচ করতো (গভীর) ঘৃণার সাথে।' *(সূরা আত্ তওবা: ৫৩-৫৪)*

এসব আয়াত মুনাফেকদেরকে দুষ্কৃতকারী আখ্যায়িত করার পাশাপাশি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অস্বীকারকারী আখ্যা দিয়েছে। পুনরায় তাদের কুফরীর ভয়াবহতার বিষয়টি আরও বিশদভাবে এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন,

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে, তারা বলে নি অথচ তারা অবশ্যই কুফরী-বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়ে গেছে। আর তারা এমন বিষয় হস্তগত করার দৃঢ় সংকল্প রাখত যা তারা অর্জন করতে পারে নি। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে মু'মিনদেরকে সম্পদশালী করে দেয়ার কারণেই তারা (তাদের প্রতি) বিদ্বেষ পোষণ করেছে। অতএব তারা তওবা করলে তা হবে তাদের জন্য উত্তম। তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। আর সারা পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারীও হবে না।' *(সূরা আত্ তওবা: ৭৪)*

অনুরূপভাবে সূরা আত্ তওবার ৬৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ *(সূরা আত্ তওবা: ৬৬)* অর্থাৎ তোমরা কোন সাফাই গেয়ো না। لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অর্থাৎ তোমরা কোন সাফাই গেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। অনুরূপভাবে মুনাফেকদের সম্পর্কে একটি গোটা সূরা আল্ মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলেছেন,

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

(৪) অর্থাৎ তাদের কসমকে তারা ঢাল বানিয়ে রেখেছে। অতএব তারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তারা যে কর্ম করে অবশ্যই তা অত্যন্ত মন্দ, এর কারণ হল, তারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে। কাজেই তাদের হৃদয়গুলোতে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারছে না। এখানেও এসব লোকের ঈমান আনা এবং এরপর আবার কুফরী করার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি আর দেয়াও হয় নি।

মোটকথা এধরনের অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে এমন মানুষের উল্লেখ রয়েছে যারা ঈমান আনে আর এরপর প্রকাশ্যে বা কর্মের দিক থেকে কুফরী করে তাদেরকে ফাসেক, কাফির এবং মুরতাদ বলা হলেও তাদের জন্য হত্যা বা এধরনের অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেননি। মহানবী (সা.) মুরতাদ লোকদের সম্পর্কে কী বলেন? কুরআন করীমের পর আমরা দেখি, যে পবিত্র সত্তার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যিনি 'কানা খুলুকুহুল কুরআন' (অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি হুবহু কুরআন)-এর সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল ছিলেন এবং যিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে কুরআন করীমের বিধিনিষেধ বাস্তবায়ন করে নিজের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই পবিত্র সত্তা মুরতাদ সম্পর্কে কী বলেছেন?

বুখারী শরীফে নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, মুরতাদের জন্য কেবল ধর্মত্যাগের অপরাধের কারণে শরিয়তের কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। এই হাদীসের শব্দগুলো হল, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, এক আরব বেদুঈন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তী দিন মদীনায় সেই আরব বেদুঈনের জ্বর হলে সে মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে বলে, আমার বয়আত আমাকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর সে আবার এসে বলে, আমার বয়আত আমাকে ফিরিয়ে দিন। তিনি (সা.) তিনবার অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন এবং তাকে কোন উত্তর দেন নি। এরপর সেই আরব বেদুঈন মদীনা থেকে চলে যায়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, মদীনা একটি ভাঁটির ন্যায়। এটি ময়লা-আবর্জনা বের করে দেয় এবং মূল জিনিসকে খাঁটি বানিয়ে দেয়। হযরত মওলানা শের আলী সাহেব তার পুস্তক 'কাতলে মুরতাদ অওর ইসলাম'-এ এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এই পুস্তকটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এরপর তিনি লিখেন, সেই ব্যক্তির মহানবী (সা.)-এর নিকট বারবার আসাটাও প্রমাণ করে যে, মুরতাদের জন্য হত্যার শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। অন্যথায় সে কখনও মহানবী (সা.)-এর নিকট আসতো না বরং কাউকে কিছু না বলে গোপনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করত এবং কারও কাছে প্রকাশই করতো না যে, সে মুরতাদ হতে চায়। অতঃপর তিনি লিখেন, আমাদেরকে বলা হয়ে থাকে, ইসলামী শরিয়তে ধর্মত্যাগকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল, লোকেদেরকে যেন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য করা যায়। একথা যদি সত্য হয় তবে লোকটি যখন বারবার মহানবী (সা.)-এর নিকট আসছিল তখন তিনি (সা.) কেন তাকে সতর্ক করেন নি? আর কেনই-বা একথা বলে দেননি যে, স্মরণ রেখো! ইসলামে ধর্মত্যাগের শাস্তি কিন্তু মৃত্যুদণ্ড। তুমি যদি ধর্মত্যাগ করো তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। আর যেখানে সে বারবার ধর্মত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করছিল এবং ভয়ও ছিল যে, সে মুরতাদ হয়ে চলে যাবে, এহেন পরিস্থিতিতে কেন পাহারা বসানো হয় নি যাতে সে মুরতাদ হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ধরে তার ওপর শরিয়তের শাস্তি আরোপ করা সম্ভব হয়। সাহাবীরা কেন তাকে এটি বললেন না যে, মিয়াঁ! জীবনের মায়া থাকলে ধর্মত্যাগের নামও নিও না, কেননা এই শহরের রীতি হল, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আবার ধর্মত্যাগী হয় তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। অতএব এই আরব বেদুঈনের বারংবার ধর্মত্যাগের কথা বলা এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট তার বারবার যাওয়া আর তার ধর্মত্যাগের পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর তাকে সতর্ক না করা এবং সাহাবীদেরকে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ না শুনানো আর

অবশেষে কোন বাধাবিঘ্ন ছাড়াই মদীনা থেকে তার চলে যাওয়া– এ সবগুলো বিষয়ই সুস্পষ্টভাবে একথার স্পষ্ট সাক্ষী যে, ইসলামে মুরতাদের জন্য কোন শরিয়তী শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। এছাড়া তার চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা.)-এর এক ধরনের আনন্দ প্রকাশ করা এবং একথা বলা যে, মদীনা একটি চুল্লীর ন্যায় যা ময়লা-আবর্জনাকে খাঁটি ধাতু থেকে পৃথক করে দেয়– এটি প্রমাণ করে যে, তিনি (সা.) এই নীতিবিরোধী ছিলেন যে, কাউকে জোর করে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে এবং মানুষকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মত্যাগ থেকে বিরত রাখা হবে। বরং অপবিত্র মানুষ মুসলমানদের জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে গেলে তিনি (সা.) এতে অসন্তুষ্ট হতেন না। এছাড়া তিনি (সা.) তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতেন না। বরং এমন লোকের চলে যাওয়া যেন তাঁর দৃষ্টিতে আবর্জনা কমে আপদ কাটার মত বিষয়। মহানবী (সা.)-এর যদি এ নীতি থাকত যে, কেউ একবার ইসলামে প্রবেশ করলে তাকে সম্ভাব্য সব উপায়ে ইসলামে থাকতে বাধ্য করতে হবে আর যদি সে কোনভাবেই না মানে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে, যাতে তার দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য শিক্ষনীয় হয়, এমন পরিস্থিতিতে উচিত ছিল সেই বেদুঈন চলে যাওয়াতে তাঁর (সা.) অসন্তুষ্ট হওয়া এবং সাহাবীদের ভর্ৎসনা করা যে, তোমরা তাকে কেন যেতে দিলে এবং কেন তাকে ধরে হত্যার হুমকি দিলে না? তাঁর (সা.) উচিত ছিল সাহাবীদের নির্দেশ দেয়া যে, ছুটে যাও! যেখান থেকে পাও এই নোংরা ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আস যেন তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া যায়। কিন্তু তিনি (সা.) এমনটি করেন নি। বরং ভিন্ন আঙ্গিকে বলেছেন, তার চলে যাওয়াতে ভালোই হয়েছে। কেননা সে মুসলমানদের মাঝে থাকার যোগ্য ছিল না। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে তাকে আমাদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। মোটকথা এই আরব বেদুঈনের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ের একটি অকাট্য এবং সুনিশ্চিত প্রমাণ যে, শরীয়তে মুরতাদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। এছাড়া কোন মুরতাদকে কেবল তার ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করার কোন রীতি মুসলমানদের মধ্যে কখনও ছিল না। শরীয়তে মুরতাদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত না থাকার দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সেসব শর্ত যেগুলোর ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হুদায়বিয়াতে মক্কার মুশরেকদের সাথে সন্ধি করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কিত হাদীসে উল্লেখ আছে , হযরত বারা বিন আযেব (রা.) হতে বর্ণীত হয়েছে, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার দিন মুশরেকদের সাথে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেন। প্রথম শর্ত হল, মুশরেকদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলে তিনি তাঁকে মুশরেকদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় শর্ত হল, মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে মুশরেকদের কাছে চলে যায় তাহলে মুশরেকরা তাকে তাদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। এই চুক্তিপত্রের দ্বিতীয় শর্ত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মুরতাদের জন্য কোন শরীয়তসম্মত শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। কেননা ইসলামে যদি ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত থাকত তাহলে তিনি (সা.) কখনও শরীয়তের শাস্তির বিষয়ে মুশরেকদের কথা মেনে নিতেন না। এছাড়াও এমন আরও কয়েকটি ঘটনা রয়েছে যা থেকে সুস্পষ্ট যে, মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় যুগেই কিছু লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেও নিছক ধর্মত্যাগের কারণে তাদের মোকাবিলা করা হয় নি যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহের মত গর্হীত কাজে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতের মাধ্যমেও এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন আর সে আয়াতটি হল 'ওয়া মা আলার রাসূলে ইল্লাল বালাগুল মুবীন'। তিনি (রা.) বলেন, এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তরবারির পরিবর্তে তবলীগের মাধ্যমে কাজ করা একটি প্রাচীন নীতি। হযরত ইব্রাহীম (আ.)ও এ নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর যুগের লোকদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশই ছিল যে, আমাদের এ রসূলের দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া, বলপূর্বক তরবারির মাধ্যমে মানানো নয়। গোটা কুরআনের সারকথা এটিই যে, দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে কোন বিষয় মানানোই ধর্মানুসারীদের কাজ, জোরপূর্বক নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আজও বিশ্ববাসী এ বিষয়টি বুঝে নি, বরং মুসলমানরা নিজেরাও মুরতাদদের হত্যা করাকে বৈধ মনে করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অথচ কারও বিশ্বাস সত্য হোক বা মিথ্যা তাকে সবসময় তেমনই সত্য মনে করা হয় যেভাবে একজন মুসলমান তার ধর্মকে সত্য মনে করে। খ্রিষ্টধর্ম মিথ্যা হলেও প্রশ্ন হল, বিশ্বের অধিকাংশ খ্রিষ্টান খ্রিষ্টধর্মকে কী মনে করে? তারা নিঃসন্দেহে একে সত্য মনে করে। হিন্দুধর্ম মিথ্যা, কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশ্বের অধিকাংশ হিন্দু নিজ ধর্মকে কী মনে করে? তারা নিঃসন্দেহে একে সত্য মনে করে। ইহুদী ধর্ম নিঃসন্দেহে এখন সত্য নয়, কিন্তু প্রশ্ন হল, ইহুদীদের অধিকাংশ লোক ইহুদী ধর্মকে কী মনে করে? তারা নিঃসন্দেহে একে সত্য মনে করে।

অতএব, 'আমি মনে করি আমার ধর্ম সঠিক অন্যের ধর্ম নয় -এ কথার উপর ভিত্তি করে যদি কাউকে হত্যা করা বৈধ হয়ে থাকে, এটাই যদি নীতি হয়ে থাকে তাহলে কোন মুসলমানকে হত্যা করার অধিকার কেন একজন খ্রিষ্টানের থাকবে না? অন্যদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর অধিকার কেন একজন হিন্দুর থাকবে না? চীনে কনফুশিয়াস ধর্মের অনুসারীরা কেন জোরপূর্বক সেদেশের লোকদের তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অধিকার পাবে না? ফিলিপাইন যেখানে এখনও পনেরো বিশ হাজার মুসলমান রয়েছে (এটি সেযুগের

কথা যখন তিনি একথা বলছেন, এখন তো এ সংখ্যা আরও বেশি) সেখানকার মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানোর অধিকার কেন খ্রিষ্টানদের থাকবে না? আমেরিকা কেন তাদের দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানোর অধিকার পাবে না? রাশিয়া কেন সবাইকে খ্রিষ্টান বা কমিউনিস্ট বানিয়ে নেয়ার অধিকার পাবে না? মুসলমানরা যদি জোরপূর্বক অন্যদেরকে নিজ বিশ্বাসে দিক্ষিত করতে পারে তাহলে যৌক্তিকভাবে একই অধিকার অন্যরাও প্রাপ্য। কিন্তু এই অধিকার প্রবর্তন করে কি বিশ্বে কখনও শান্তি বজায় থাকতে পারে? এই অধিকার প্রবর্তন করে কি তোমরা নিজ স্ত্রী-পুত্রকে বলতে পার যে এটি সঠিক– মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানোর অধিকার খ্রিষ্টানদের আছে? খ্রিষ্টানদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর অধিকার মুসলমানাদের আছে? হানাফীদের শিয়া বানানোর অধিকার ইরানীদের আছে? আর সবাইকে জোরপূর্বক সুন্নী বানানোর অধিকার হানাফীদের আছে? বস্তুত, এটি এমন এক বিবেক পরিপন্থি কথা, কোন মানুষ এক মিনিটের জন্যও এটি মেনে নিতে পারে না। পূর্ববর্তী নবীদের জাতি যখনই ঐশী হেদায়েত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তখন খোদা তা'লা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, আ নুলযিমুকুমূহা ওয়া আনতুম লাহা কারেহুন অর্থাৎ তোমরা যদি নিজেরা হেদায়েত গ্রহণ করা পছন্দ না কর তাহলে আমরা জোরপূর্বক তোমাদেরকে হেদায়েত দিতে পারি না। কিন্তু আক্ষেপ, বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে এই মূলনীতির অস্বীকারকারীও বিদ্যমান আছে। আর এযুগে আমরা দেখি, মুসলমানদের অধিকাংশ একই কথা বলে। বিশ্ববাসী যদি এ বিষয়টি বুঝে যায় তাহলে নির্ঘাত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অন্যায় অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ নিজের বিশ্বাস অন্যের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়েও দিবে না আর নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অন্যান্য দেশে জোরপূর্বক চালানোর চেষ্টাও করবে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

আমি জানি না, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোত্থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনেছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, লা ইকরাহা ফিদ্দীন অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে কোনরূপ বলপ্রয়োগ নেই। তাহলে বলপ্রয়োগের নির্দেশ কে দিয়েছে? আর জবরদস্তি করার সুযোগই বা কোথায়? প্রশ্ন হল যাদেরকে বলপ্রয়োগে মুসলমান বানানো হয় তাদের কি এমনই সততা ও নিষ্ঠা এবং ঈমান থাকে যে, কোনরূপ বেতন-ভাতা না পাওয়া সত্ত্বেও এবং মাত্র দু'তিন শত জন হয়েও এক হাজার লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে! আর তাদের সংখ্যা যখন হাজারের কোটায় উপনীত হয় তখন তারা লক্ষ শত্রুকে পরাজিত করে এবং ধর্মকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ছাগল-ভেড়ার ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দেয় আর এভাবে ইসলামের সত্যতায় নিজেদের রক্ত দিয়ে মোহর অঙ্কিত করে। আর তারা খোদার একত্ববাদ প্রচারের জন্য এমনই নিবেদিত প্রাণ হবে যে, দরবেশসুলভ কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করে আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং সেই দেশে ইসলামের বিস্তার ঘটাবে। শুধু তাই নয়, সব ধরনের ক্লেশ-কাঠিন্য সহ্য করে সুদূর চীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, যুদ্ধ করে নয় বরং কেবলমাত্র দরবেশী জীবন অবলম্বন করে। অতঃপর সেদেশে পৌঁছে ইসলামের প্রচার কাজ করে, ফলে তাদের বরকতময় উপদেশ বাণী শুনে কয়েক কোটি মুসলমান এই ভূখণ্ডে জন্ম লাভ করে। এরপর মোটা কাপড় পরে দরবেশ বেশে তারা হিন্দুস্তানে আসবে এবং আর্যাবর্ত্যের অনেকাংশকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবে এবং ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ধ্বনি পৌঁছে দেবে। সত্য অন্তঃকরণে তোমরা বল, এসব কী তাদের কাজ হতে পারে যাদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয় আর যাদের হৃদয় কাফের আর মুখ মুমিন হয়ে থাকে? না, বরং এটি তাদের কাজ যাদের হৃদয় ঈমানের জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং যাদের হৃদয়ে কেবল খোদাই বিরাজমান থাকেন।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নির্দেশাবলীর আলোকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যদি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না হয়ে থাকে তাহলে হযরত আবু বকর (রা.) মুরতাদদেরকে কেন হত্যা করেছেন এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ কেন দিয়েছেন। প্রকৃত বিষয় হল, ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে খুব সহজে এটি স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু বকরের যুগে মুরতাদরা কেবল মুরতাদই ছিল না, বরং তারা বিদ্রোহী ছিল এবং রক্তপিপাসু বিদ্রোহী ছিল যারা কেবলমাত্র মদিনা রাষ্ট্রে আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে হত্যা করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রই করেনি, বরং বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদেরকে ধরে ধরে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তাদেরকে জীবন্ত আগুনে জ্বালিয়ে মারা হয়েছে। এ সকল মুরতাদ অন্যায়-অবিচার, হত্যা ও লুণ্ঠন, বিদ্রোহ এবং লুটপাটের ন্যায় ভয়ংকর অপরাধে লিপ্ত লোক ছিল যার কারণে প্রতিরক্ষা এবং প্রতিশোধমূলকভাবে সে সমস্ত যুদ্ধবাজদের সাথে লড়াই করা হয়েছে এবং জাযাউ সাইয়েআতিন সাইয়েতুম মিসলুহা-এর শিক্ষা অনুযায়ী তাদেরকেও সমপরিমাণ শাস্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যেরূপ অপরাধ তারা করেছিল। যেমন, ইতিহাস ও সীরাতের পুস্তকাবলী থেকে কিছুটা বিস্তারিত উপস্থাপন করা হচ্ছে।

তারীখে খামীসে উল্লিখিত আছে,

অন্যতম একজন মুরতাদ হল খারেজা বিন হিসম। সে তার জাতির কতক

অশ্বারোহী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। সে মদিনাবাসীদের (আত্মরক্ষাকল্পে) যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই বাধা দিতে চাইত অথবা তাদেরকে উদাসীন পেয়ে আক্রমণ করে বসত। যেমন সে হযরত আবু বকর এবং তার মুসলমান সাথীদের উপর সেই সময় আক্রমণ করে বসে যখন তারা অসতর্ক ছিল। মুরতাদরা কেবলমাত্র মদিনায় আক্রমণই করেনি, বরং যখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে পরাজিত করলেন তখন তারা সেসব এলাকায় বসবাসকারী নিষ্ঠাবান মুমিন মুসলমানদের হত্যা করে (যেমনটি গত খুতবায় আমি এর কিছুটা উল্লেখ করেছি) এবং যারা স্বীয় জাতি মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যেমন আল্লামা তাবারী লিখেন, হযরত আবু বকর যখন বিভিন্ন আক্রমণকারী গোত্রকে পরাস্ত করেন তখন বনু যুবইয়ান এবং আবস সেই সমস্ত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে যারা তাদের মাঝে বসবাস করত এবং তাদেরকে যেভাবে পেরেছে হত্যা করেছে একইভাবে অন্যান্য গোত্রও তাদের ন্যায় কাজ করেছে অর্থাৎ, তারাও এমন লোকদেরকে হত্যা করেছে যারা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আল্লামা ইবনে আসীর লিখেন, আবস এবং যুবইয়ান গোত্র তাদের এলাকায় বসবাসকারী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের দেখাদেখি অন্যান্য গোত্রও একই কাজ করে। তখন হযরত আবু বকর সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি সেই সমস্ত গোত্রের সেসব লোককে অবশ্যই হত্যা করবেন যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর অন্তর্ধানের পর যেসব গোত্র মুরতাদ হয়েছে তাদের মুরতাদ হওয়া ধর্মীয় মতবিরোধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। নিজেদের হাতে তরবারি ধারণ করেছিল, মদীনা মুনাওয়ারায় আক্রমণ করেছে, স্ব স্ব গোত্রের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আগুনে নিক্ষেপ করেছে, মুসলা (অর্থাৎ মৃতদেহ বিকৃত) করেছে। যেমনটি তাবারীর ইতিহাসে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এর উল্লেখ করে লিখেছে, যখন আসাদ এবং গাতফান, হাওয়াযিন এবং সুলায়েম ও তায় গোত্র পরাস্ত হয় তখন খালেদ তাদের ক্ষমার আবেদন মঞ্জুর করেননি, যতক্ষণ না তারা তার কাছে সেই সমস্ত লোকদেরকে ধরে নিয়ে এসেছিল যারা মুরতাদ অবস্থায় মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়েছে, তাদের লাশগুলোকে বিকৃত করেছে এবং তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে।

আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেছেন, আরব উপদ্বীপের এই মুরতাদ গোত্রগুলো হযরত আবু বকর এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করে। তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সর্বপ্রথম আবস ও যুবইয়ান আক্রমণ করে। যার ফলে হযরত আবু বকর (রা.) কে হযরত উসামা (রা.)-এর ফেরত আসার পূর্বেই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

আল্লামা ইবনে খালদুন লেখেন, রাবিয়া গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তারা মুনযের বিন নো'মান কে দাঁড় করিয়েছিল যে মাগরুর নামে পরিচিত ছিল। তারা তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আইনি লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা তারা তরবারির জোরে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। আল্লামা শওকানী বর্ণনা করেন, ইমাম খাত্তাবী হযরত মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর মুরতাদ এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় লেখার পর লিখেন, এরা মূলত বিদ্রোহী ছিল। এরা ধর্মত্যাগীদের দলে যোগ দিয়েছিল বলে এদেরকে মুরতাদ বলা হয়েছিল। একজন লেখক তার পুস্তকে বারবার ধর্মত্যাগীদের জন্য বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহী জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, তিনি বলেন, যখন মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে, তখন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা সবচেয়ে বেশি জ্বলছিল ইয়েমেনে । যদিও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বালনকারী ব্যক্তি আনসি নিহত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বনু হানীফার মুসায়লামা এবং বনু আসদ গোত্রের তুলায়হা নবুয়তের দাবি করে হাজার হাজার মানুষকে নিজেদের সাথে ভিড়িয়েছিল। মানুষ বলাবলি শুরু করে দেয় যে, আসাদ এবং গাতফানের মিত্র গোত্রগুলোর নবী সর্বদাই কুরাইশদের নবী থেকে বেশি প্রিয়। কেননা মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর তুলায়হা জীবিত। যখন এসব বিদ্রোহের খবর হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি বলেন যে, আমাদের ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত এই অঞ্চলের কর্মকর্তা এবং আমীরদের থেকে পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন না আসবে। বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও আমীরদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসা শুরু হয়। এসব রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, বিদ্রোহীদের হাতে শুধুমাত্র দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাই হুমকির মুখে ছিল না, বরং সেসব মানুষের জীবনও হুমকির সম্মুখীন ছিল যারা ধর্মত্যাগের স্রোতে বিদ্রোহীদের সাথে বয়ে যায় নি। বরং ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে পূর্ণ শক্তির সাথে বিদ্রোহ দমন করা

এবং বিদ্রোহীদের যে কোন মূল্যে দমন করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এক লেখক লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃষ্টি সেসব মুরতাদদের দমনের প্রতি ছিল যারা আরবের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালছিল এবং যাদের হাতে ইসলামের আলোকবর্তিকা এবং তার অনুসারীদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ছিল।

আবার একজন লেখক লিখেন, মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর আরবের অনেক নেতা মুরতাদ হয়ে যায় এবং আর সকলেই নিজ নিজ এলাকার স্বাধীন শাসক বনে বসে।। গবেষকদের মতে এই বিদ্রোহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছিল, ধর্মীয় কারণে ধর্মত্যাগ খুব কমই হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর ইহজীবনের শেষ দিনগুলোতে আরবের কিছু গোত্র প্রধানরা তাদের রাজনৈতিক বিদ্রোহকে ধর্মীয় রূপ দিতে নবী হওয়ার দাবি করে বসে।

যাহোক এ ধারা চলমান রয়েছে। এর বাকি অংশ আগামীতে অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার সারমর্ম হল, মুরতাদ গোত্রগুলো যাকাতের অর্থ আটকে রেখেছিল। অর্থাৎ, সরকারের কর জোরপূর্বক আটকে রেখেছিল। কোন কোন জায়গায় যাকাতের অর্থ লুটপাট করেছিল। যাকাতের সম্পদ লুট করে, সৈন্য প্রস্তুত করে, রাজধানী মদিনায় আক্রমণ করে। যেসব মুসলমান মুরতাদ হতে অস্বীকার করেছিল তাদের হত্যা করে, কাউকে আগুনে জীবিত জ্বালিয়ে হত্যা করে। এজন্য এসব মুরতাদ, সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সরকারের সম্পদ লুটপাট এবং মুসলমানদের হত্যা এবং তাদেরকে জীবন্ত জ্বালানোর দায়ে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ছিল। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا *(সূরা শুরা: ৪১)*। অর্থাৎ, অপরাধী যেরূপ অপরাধ করে তাকে সেরূপই শাস্তি দাও। অপর এক স্থানে বলা হয়েছে

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

(সূরা মায়েদা: ৩৪)। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে, অর্থাৎ, যারা রসূল এবং খলীফাতুর রসূল বা ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কেননা আল্লাহ্‌র সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়, আল্লাহ্‌কে না থাপ্পড় মারা যায় আর না পাথর, তির ও তরবারি (দ্বারা আঘাত করা যায়)। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ হল, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا অংশে এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের অর্থ কী। এর ব্যাখ্যা হল, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে। অর্থাৎ দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, হত্যা, লুটপাট, ডাকাতি, রাহাজানি, লাশের বিকৃতি এবং বিদ্রোহ করে; তাদের শাস্তি হল, يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا অর্থাৎ তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা উচিত অথবা ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা উচিত। যাহোক যেমনটি আমি বলেছি, এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

এখন আমি কতিপয় মরহুমেরও স্মৃতিচারণ করতে চাই, নামাযের পর যাদের (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে মুকাররম মুহাম্মদ বশীর শাদ সাহেবের, যিনি অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন, আজকাল তিনি আমেরিকায় বসবাসরত ছিলেন। তিনি ৯১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা ১৯২৬ সনে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ১৯৪৫ সনে তিনি মাধ্যমিক পাশ করার পর মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৫২ সনে আরবীতে ফাযেল পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৫৪ সনে রাবওয়ার জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর এক বছর পর্যন্ত চিকিৎসা বিষয়ক পড়ালেখা করেন। ৫৬ থেকে ৫৭ সন পর্যন্ত তিনি ওকালতে তবশীর রাবওয়ায় সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৫৮ সনে তিনি সিয়েরা লিওন চলে যান, সেখানে মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন স্থানে তিনি কাজ করার তৌফিক লাভ করেছেন। সেখানে অর্থাৎ, সিয়েরা লিওনে তিনি প্রেসেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার নিযুক্তি সেখান থেকে নাইজেরিয়ায় হয়। সেখানেও তিনি ভালো কাজ করেন। তিন বছর পর নাইজেরিয়া থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। অতঃপর ১৯৬৪ সনে তাকে পুনরায় নাইজেরিয়া প্রেরণ করা হয়। ৬৭ সনে মরহুম বেনিনে তবলীগি সফরে যান। সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্থানীয় অধিবাসীদের তবলীগের মাধ্যমে বয়াত করানোর তৌফিক পেয়েছেন । ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আফ্রিকা সফরকালে তিনি যখন কানু আগমন করেন, তখন তিনি হুযূরের সমীপে ১০০ জন নব আহমদীর উপহার দেন। এতে হুযূর (রাহে.) সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, দোয়া করান এবং নিজের পবিত্র পাগড়ীও বশীর শাদ সাহেবকে দান করেন। ১৯৭০ সনে তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনি ওমরাহ্ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৩ সনে বেহেশতি মাকবেরা রাবওয়ার মজলিস কারপরদায-এর সেক্রেটারী হিসেবে মরহুমের নিযুক্তি হয়। ১৯৮৪ সনে জামা'তের বিরুদ্ধে যে অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছিল, এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে হিজরত করতে হয়। হিজরতের পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে যে খুতবা দেয়া হয়েছিল, সেটি তিনি প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই

দিক থেকে (জামা'তের) ইতিহাসেও তার নাম উল্লেখ রয়েছে। ১৯৮৮ সনে মরহুম ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে অবসর মঞ্জুর করার আবেদন করেন, যা গৃহীত হয়। এরপর তিনি আমেরিকা চলে যান। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নাসরিন আক্তার শাদ সাহেবা আর এক পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে জামা'ত এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল রানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের। যিনি শিয়ালকোট জেলার মালিয়াঁওয়ালা নিবাসী রানা ইলম দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনিও কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মরহুমের পিতা ১৯৩৮ সনে কাদিয়ানে গিয়ে বয়আত করেছিলেন। মরহুম নামায রোযা পালনকারী ছিলেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, দোয়াগো ছিলেন, অনেক সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ ছিলেন। খেলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। যুগ খলীফার নির্দেশ পালনকারী ছিলেন। নিজের সকল সন্তানকে সর্বদা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শনের নসীহত করেছেন। ১৯৭৪ এবং ৮৪ সনে জামা'তের বিরোধিতার কারণে তাকে অনেক কঠিন পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি অনেক অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে ছয় পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র রানা মুহাম্মদ আকরাম মাহমুদ সাহেব নাইজেরিয়াতে জামা'তের মুবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত আছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি নিজ পিতার জানাযা এবং দাফনে অংশ নিতে পারেন নি। এর পূর্বে ২০১৮ সনে তার মাতাও মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তখনও তিনি যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং মরহুমের প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল ইসলামাবাদ নিবাসী মুকাররম ডক্টর মাহমুদ আহমদ খাযা সাহেবের। তিনি কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছে তার পিতা খাজা মুহাম্মদ শরীফ সাহেবের মাধ্যমে। তিনি একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তার বাকি পরিবার জামা'তের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হযরত খলীফা সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত করেছিলেন। খুবই পুণ্যবান প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন বার স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত করার নির্দেশ দেন। অবশেষে তিনি বয়আত করেন। ডক্টর মাহমুদ খাজা সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন পেশাওয়ারে। এরপর ১৯৬৬ সনে পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম. এস. সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৭৩ সনে অস্ট্রেলিয়ার ম্যালবোর্ন এর লাট্রোব বিশ্ববিদ্যালয় (La Trobe University) থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পাকিস্তানেও এবং বাহিরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন। তিনি যখন ঘানায় ক্যাপকোস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন সেখানে আমার সাথে তার পরিচয় হয়। আমি দেখেছি, একান্ত সরল প্রকৃতির এবং বিনয়ী ও নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। অনেক ভালো গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গবেষক হিসেবে পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বেও তাকে বেশ সম্মান করা হতো। চৌধুরী ইকরামুল্লাহ্ সাহেবের কন্যা আমাতুল কাইয়্যুম সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তার এক পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে।

ডক্টর মাহমুদ খাজা সাহেব নুসরত জাহাঁ প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত সিয়েরা লিওনে সস্ত্রীক ওয়াকফ করার তৌফিক লাভ করেছেন। তার পুত্র ডাক্তার তারেক খাজা সাহেব বলেন যে, রমজান মাসে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন অনুবাদসহ অনেক প্রণিধান ও মনোযোগের সাথে পাঠ করতেন। এই কথার ওপর জোর দিতেন যে, খোদা ও তাঁর রসূল এবং খলীফার নির্দেশাবলী হুবহু উপস্থাপন করা উচিত। শব্দের সামান্যতারতম্যের কারণেও ভুল অর্থ গ্রহণ করা হতে পারে। ইসলামাবাদ জেলার আমীর আব্দুল বারী সাহেব লিখেন যে, আমার এবং খাজা সাহেবের নুসরত জাহাঁ প্রকল্পের অধীনে সিয়েরা লিওনে একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। পাকিস্তানে ফিরে এসে প্রথমে তিনি সরকারী অফিসে চাকরি আরম্ভ করেন। এরপর ইসলামাবাদ স্থানান্তরিত হন, যেখানে এস ডি পি আই-এ যোগ দেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সমাদ্রিত হন। আর অসাধারণ খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি পরম নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য, নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য (রূপচর্চার) প্রসাধনী সামগ্রীতে মিশ্রিত ক্ষতিকর রাসায়নিক (উপাদান) মুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছেন এবং এই কাজে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে অনেক পুস্তাকাদিও রচনা করেছেন। বারী সাহেব বলেন, যখনই তিনি (নতুন) কোন পুস্তক রচনা করতেন সেই বইয়ের একটি কপি আমাকেও পাঠাতেন। তিনি বলেন, এখন আমার কাছে তার (রচিত) অনেকগুলো বই রয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। খেলাফতের সাথে (গভীর) ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সর্বদা

খাদেমদের তরবিয়তের জন্য তাদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতেন।

খাজা মাহমুদ সাহেব সম্পর্কে পাকিস্তান ছাড়াও জার্মানী, সুইডেন, বুরকিনাফাসু, আমেরিকা, আযারবাইজান, সুইজারল্যান্ড, নাইজেরিয়া, মিশর, বাহরাইনসহ আরও অনেক দেশের বিজ্ঞানী ও সরকারী মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশ্ববিদ্যলয়ের চ্যান্সেলার ও অধ্যাপক আর সুশীল সমাজের লোক ও এনজিওসমূহের প্রধানগণ শোকবার্তা প্রেরণ করেন। তাদের অসংখ্য (শোক) বার্তা এসেছে যা তার সন্তানেরা আমার কাছেও কিছু পাঠিয়েছে। নমুনাস্বরূপ দু'একটি শোকবার্তা পড়ে দিচ্ছি।

আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে World Alliance for Mercury Free Dentistry-এর সভাপতি জনাব চার্লস জি ব্রাউন (তার শোকবার্তায়) লিখেন, ডক্টর মাহমুদ খাজা অনন্য এক বুদ্ধিজীবি এবং বিরল এক সমাজসেবী ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও বিষাক্ত পর্দাথসমূহের বিষয়ে তার উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহ; পাণ্ডিত্যের প্রসার এবং সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের ভিত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত তার কয়েক দশকের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন জাতির মাঝে বিদ্যমান চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে (এবং) সুশীল সমাজের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা আর পাকিস্তানের বিভিন্ন বিষাক্ত উপকরণ দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাকে ২০১৯ সালে পি বি সি অর্থাৎ The Pacific Basin Consortium for Environment and Health Chairman পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডক্টর মাহমুদের কৃতিত্বের মাঝে একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সংস্থার সভাপতি হওয়া-ও অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যন্ত নির্বাচিত সভাপতিগণের মাঝে তিনিই একমাত্র ডক্টর যিনি চিকিৎসক ছিলেন না, বরং পি এইচ ডি ডক্টর ছিলেন। অনুরূপভাবে আরও অনেক বিজ্ঞানী তার প্রসংশা করেছেন যাদের মাঝে জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের ডক্টরগণ-ও রয়েছেন। মহান আল্লাহ্ মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার পরিবারপরিজনকে ধৈর্য দিন আর তার পুণ্যকর্মসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন। *(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।" *(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১ইং)*

০৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

রমজান মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস

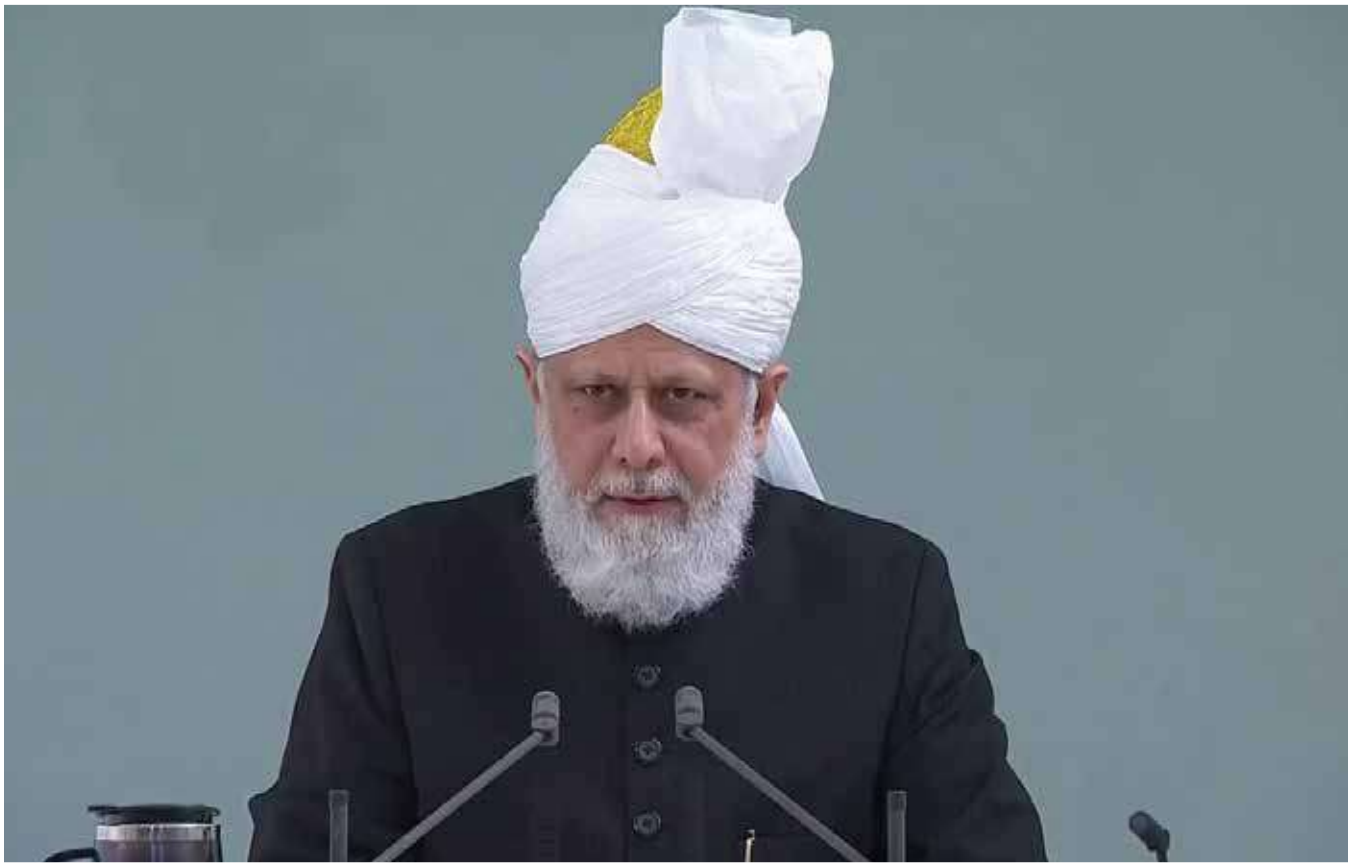

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(সূরা বাকারা: ১৮৭)

এই আয়াতটির অনুবাদ হল, আর যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (বলে দাও) নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তাদেরও আমার ডাকে সাড়া দেয়া উচিত এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করা উচিত যেন তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে।

আল্লাহ্‌র তা'লার কৃপায় আমরা রমজান মাস অতিক্রম করছি। এই মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। আল্লাহ্ তা'লা এই মাসে স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে দোয়া গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। স্বীয় বিশেষ কল্যাণের প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন। কেননা এ মাসে মানুষ তার প্রতিটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকে। এমনকি পানাহারও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে করে। তাই মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জান্নাতের দ্বারসমূহ এই মাসে খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই মাসে শয়তানকে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। অতএব এটি

আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপকরণ আমাদের জন্য সরবরাহ করেছেন যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এরূপ অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমরা যদি তা হতে কল্যাণমণ্ডিত না হতে পারি তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। পৃথিবীতে রমজান মাসে কি ব্যাভিচারী, ডাকাত, চোর, পাপাচারী ও কদাচারীরা নিজেদের কাজ করে না? তারা (তাদের কাজ) করে এবং অবশ্যই করে। যদি সবার শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে দেয়া হয় তাহলে তারা এসব শয়তানী কাজ কেন করছে! (অতএব) এই নসীহত মু'মিনদের করা হয়েছে, তাদেরকে (করা হয়েছে) যারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে চায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, এই রমজান মাসে আমার নির্দেশানুযায়ী তোমরা যেহেতু নিজেদেরকে বৈধ কাজ থেকেও বিরত রাখছ তাই আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, সাধারণ অবস্থায় শয়তানকে যে পুরোপুরি ছাড় দেয়া হয়েছে, যেমনটি সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে অবকাশ চেয়েছিল যেন ডান, বাম, সম্মুখ ও প্রশ্চাৎ থেকে মানুষের ওপর আক্রমণ করতে পারে এবং তাকে প্ররোচিত করে নিজের অনুসারী বানাতে পারে, তাকে আমি আজ তাদের জন্য শিকলাবদ্ধ করে দিয়েছি অথবা রমজান মাসে তাকে আবদ্ধ করে দিয়েছি আর তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিজের সুরক্ষা বেষ্টনিতে স্থান দিয়েছি যারা আমার খাতিরে রোজা রাখছে। নিজেদের পানাহারের মাত্রা কমিয়ে আনছে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করেছে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, জাগতিক খাদ্য কমিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক খাবারকে তারা বৃদ্ধি করছে বা সেই চেষ্টা করছে। এটিই রমজান বা রোজার প্রাণ। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের শয়তানকে সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেন যে, রোজাদারের প্রতিদান আমি স্বয়ং হয়ে থাকি। এটি কত বড় সুসংবাদ! অতএব আমাদের এটি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর যে জান্নাতের দ্বারসমূহ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন তাতে সকল দ্বার দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা উচিত। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার এই কথার লক্ষ্যে পরিণত না হই যে, তোমাদের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। যদি তোমরা ভোরে সেহেরী খেয়ে নাও আর সন্ধ্যায় ইফতারী করো আর রাতে ও দিনে তোমাদের কাছে যেসব পুণ্য কর্ম করার আশা করা হয়েছে সেগুলো না করো তাহলে এই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা, সারাদিন কোন পানাহার না করা তোমাদের কোন কাজে আসবে না আর আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের এই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন পরোয়া করেন না। এই বার্তা আমরা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছি। অতএব আমাদের এই মূল বিষয়টিকে অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা প্রয়োজন, যা হল রমজানের উদ্দেশ্য। উক্ত আয়াত যেটি আমি তিলাওয়াত করেছি তা রমজানের আবশ্যকতা এবং রমজান সংক্রান্ত শিক্ষা আর রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাঝে রয়েছে। আর এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার পদ্ধতি অথবা কাদের দোয়া গৃহীত হয় তাদের কথা বলেছেন। তাদের সম্পর্কে বলেছেন যারা হল ইবাদুর রহমান, যারা ইবাদুর রহমান হতে চায়, শয়তানের ফাঁদ থেকে বের হতে চায়, চায় যে তাদের দোয়া গৃহীত হোক। আল্লাহ্ তা'লা আরম্ভ এভাবে করেছেন যে, হে রসূল! আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে প্রশ্ন করে এবং জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের খোদা কোথায়? এক প্রেমিকের ন্যায় বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতার সাথে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তাদেরকে বলে দাও, চিন্তা করো না, আমি তোমাদের নিকটেই আছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য প্রথম কথা বা শর্ত যা আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তা হল আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হওয়া । মানুষ যদি খোদা তা'লার বান্দা হওয়ার দায়িত্ব পালন করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই, তার শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে দেই। যখনই শয়তান আক্রমণ করতে উদ্যত হয় আমি (বান্দার) সাহায্যার্থে এগিয়ে আসি। শুধু বছরের এক মাস, অর্থাৎ রমযান মাসই নয়, বরং এমন ব্যক্তিকে সর্বদা শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করব। তবে শর্ত হল, যথাযথভাবে আমার বন্দেগী করো, আমার নির্দেশাবলী স্থায়ীভাবে মান্য করো। শুধু রমজান মাসেই পুণ্য করো না, বরং আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করো। কুরআন শরীফের শিক্ষার ওপর আমল করো। নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করো। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সমস্ত গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখ। অতঃপর দেখ কীভাবে দোয়া গৃহীত হয়। নিজেদের জীবনকে যারা এভাবে সাজায় তারাই প্রকৃত হেদায়েত লাভকারী হয়ে থাকে। অতএব আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই রমজানকে স্থায়ীভাবে নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে নেবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হবে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর মান্যকারী হবে, নিজেদের ঈমানকে পূর্ণতা দানকারী হবে। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে এই যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মানার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। যিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার এবং দোয়া করার পদ্ধতি

শিখিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন,

মহা সম্মানিত খোদা নিজ সৃষ্টির কল্যাণার্থে যে দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তা একটিই, অর্থাৎ দোয়া। যখন কোন ব্যক্তি ক্রন্দন এবং কাকুতিমিনতির সাথে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে তখন সেই কৃপালু খোদা তাকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার চাদর পরিধান করান। আর নিজ মাহাত্ম্যের প্রভাব তার ওপর এতটা বিস্তৃত করেন যে, বৃথা কাজ এবং বাজে আচরণ থেকে সে বহু দূরে চলে যায়।

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য অবস্থা কীরূপ হওয়া প্রয়োজন, কী কী শর্ত রয়েছে যা দোয়া গৃহীত হওয়ার ও আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হওয়ার জন্য জরুরী– তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন,

এটি সত্য কথা যে, আমলকে যে ব্যক্তি কাজে লাগায় না সে দোয়া করে না, বরং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে। তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্যকে ব্যয় করা আবশ্যক আর এটিই ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম দোয়ার অর্থ।

মানুষের উচিত প্রথমে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেয়া। কেননা খোদাতা'লার রীতি হল সংশোধন উপায় উপকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তিনি কোন না কোন এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে যায়। তাদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যারা বলে যেহেতু দোয়া করেছি তাই এখন বাহ্যিক উপায় উপকরণের কী প্রয়োজন? দোয়া করেছি তাই এখন আমলের কোন প্রয়োজন নেই, উপকরণের কোন প্রয়োজন নেই, চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি (আ.) বলেন, এসব নির্বোধের ভাবা উচিত যে, দোয়া স্বয়ং একটি প্রচ্ছন্ন উপকরণ, যা অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করে। দোয়া তো স্বয়ং একটি উপকরণ। এক সুপ্ত উপকরণ, যা অন্য উপকরণ সৃষ্টির কারণ হয়। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার জন্য আবশ্যক হল মানুষ যেন চেষ্টার মাধ্যমে প্রথমত আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করে। অনুগ্রহ (যাচনা করা হল) ক্রন্দন ও আহাজারি করে তাঁর বান্দদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এর জন্য চেষ্টা করা। এই দোয়া করা যে, (হে খোদা!) আমাকে তোমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। সেসব বান্দার (অন্তর্ভুক্ত কর) যারা বিশ্বাস ও কর্মে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দা। তারা দোয়া করার পূর্বে নিজেদের কর্মকেও যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করে। আর সেসব বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের ইমান দোদুল্যমান হবার নয়। যারা এ ক্ষেত্রে পাকা ও দৃঢ়। তারা এই কথায় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্‌র এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি মাটির কণাকেও স্বর্ণে পরিণত করতে সক্ষম। তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে যে, চরম অধঃপতিত ব্যক্তিদেরও তিনি নিজ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তাদেরকে নিজের পানে পথ দেখাতে পারেন। এরপর তারা খোদা তা'লার পথের পথিক হয়ে যায়। এই বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আমার পথে চলার জন্য জিহাদ করে আমি তাদেরকে নিজের পথ বাতলে দেই। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা অর্থাৎ, যারা আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পানে পথ দেখাই। সুতরাং এই রমজান মাস বিশেষভাবে উক্ত জিহাদ করার মাস। এতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এক জিহাদ করা উচিত, যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা আল্লাহ্‌র বান্দা। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই আল্লাহ্ যাদের নিকটে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশ অনুসারে জীবন অতিবাহিত করে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যাদের আল্লাহ্ তা'লার সকল গুণাবলীর ওপর পূর্ণ ঈমান রয়েছে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা প্রকৃত অর্থে হেদায়েতপ্রাপ্ত। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যাদের শয়তান স্থায়ীভাবে শিকলাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ থেকে যেমনটি স্পষ্ট, এর জন্য প্রথমে আমাদের জিহাদ করা প্রয়োজন। নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীনস্থ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। যেমন একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, যেই ব্যক্তি চরম ভ্রুক্ষেপহীনতার সাথে আলস্য প্রদর্শন করে, সে সেভাবেই খোদা তা'লার কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হবে যেভাবে সেই ব্যক্তি হয় যে পূর্ণ মেধা, সকল চেষ্টাসাধনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সন্ধান করে। এরই দিকে আল্লাহ্ তা'লা অনত্র ইঙ্গিত করেছেন; তা হল, ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পানে পথ প্রদর্শন করি। অতএব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, ভ্রুক্ষেপহীন ও আলস্য প্রদর্শনকারীর জন্য সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যায় করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, এক প্রকার জেহাদ (তথা চেষ্টা-সাধনা) করে। লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে, চিঠিপত্রে লেখে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতে পারি নি। অতএব যারা এমন কথা বলে তারা ভুল বলে। আল্লাহ্ তা'লা ভুল নন। মানুষ যাকে নিজ ধারণা অনুসারে দোয়ার উন্নত মান মনে করে, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তার মাঝেও এখনও ঘাটতি আছে এবং তার আরও জেহাদের প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর নিজের দোয়া করার পদ্ধতির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সকল বিবেকবুদ্ধি এবং সর্বশক্তি আর পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁকে অন্বেষণ করে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা তাকে অবশ্যই পথ দেখিয়ে থাকি। অতএব আমাদের ভাবা উচিত, আমরা কি আমাদের বোধবুদ্ধি অনুযায়ী নিজেদের সকল যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার আদেশ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي (অর্থাৎ তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয়)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছি কিনা? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করছি? আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যেক আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেছি কি? আমরা কি পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করছি? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এ অভিযোগ করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করেননি। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য প্রথমে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। জেহাদ (তথা চেষ্টা-সাধনা) করা আবশ্যক। বান্দা চূড়ান্ত পর্যায়ের জেহাদ (তথা চেষ্টা-সাধনা) কী করবে, আল্লাহ্ তা'লা তো নিজ বান্দার প্রতি এতটাই দয়ালু যে, বান্দার সামান্য চেষ্টাকেই তিনি জেহাদ হিসেবে গ্রহণ করে তাকে পুরস্কৃত করেন। তাঁর রহমানিয়্যত যখন সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে তখন বান্দার জেহাদও সহজ হয়ে যায়। এটিকেও তা সহজ করে দেয়। যেমন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, বান্দা যখন এক পা আমার দিকে অগ্রসর হয় আমি তখন (তার দিকে) দুপা অগ্রসর হই, যখন সে আমার দিকে দ্রুত হাঁটে তখন আমি তার দিকে ছুটে যাই। অতএব আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা এতটাই কৃপাশীল। কিন্তু কথা তা-ই, অর্থাৎ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আবশ্যক। এমনটি যেন না হয় যে, আমরা রমযানে এই অঙ্গীকার করলাম যে, নামায পড়ব, আল্লাহ্ তা'লার আদেশনিষেধ মেনে চলব, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্যও প্রদান করব আর বান্দার অধিকারও প্রদান করব আর রমযানে তা করেছিও কিন্তু রমযান অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লাকে এবং তাঁর আদেশনিষেধ ভুলে গিয়েছি। জাগতিকতা আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। এমনটি হলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত নয়। (অনেকের অভিযোগ) আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, আমি দোয়াকারীর দোয়া শুনে থাকি আমি রমযানে আল্লাহ্‌কে অনেক ডেকেছি কিন্তু আমার দোয়া তো কবুল হয় নি। সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন নয়। তিনি এ-ও জানেন, মানুষ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে পূর্বেও অঙ্গীকার করেছে আর অঙ্গীকার ভঙ্গও করেছে। আর এখন কেবল রমযানে পুণ্য কর্ম করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, এমন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লা যেমন খুশি তেমন আচরণ করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় এমন লোকদের কতিপয় দোয়াও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করে থাকেন যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন আর তাদের সদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত থাকা উচিত। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি অবিচার করেন না। তিনি তো তাকে সর্বদা স্নেহক্রোড়ে আবদ্ধ করে রাখতে চান। তিনি তো নিজ বান্দার তাঁর দিকে আসার ও একনিষ্ঠচিত্তে তাঁর আদেশ মান্য করায় এক মায়ের হারানো শিশু ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অধিক অনন্দিত হন। অথবা এক মুসাফির যেভাবে মরুভূমিতে পাথেয়সহ হারানো উট ফিরে পেলে আনন্দিত হয় (আল্লাহ্ এর চেয়ে অধিক আনন্দিত হন)। মোটকথা এই সকল উপমা মহানবী (সা.) উপস্থাপন করে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে আনন্দিত হন। সত্যিকার অর্থে আমরাই আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানে ঘাটতি করি। আবার আমরাই অভিযোগ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদেরকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। এই অঙ্গীকার করা উচিত, আমরা এই রমযানকে খোদা লাভের মাধ্যম বানাব। তাঁর আদেশমত চলার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা করব। যে পরিস্থিতিরই আমরা সম্মুখীন হই না কেন আর আমাদেরকে যত দীর্ঘস্থায়ী জিহাদই করতে হোক না কেন আল্লাহ্‌র প্রেম ও তাঁর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে আমরা এই জিহাদ অব্যাহত রাখব এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট থাকব। আমরা যদি এমন অবস্থা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি তাহলে আমরা দোয়া কবুলিয়্যতের নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হব। এগুলো কেবল কথার কথা নয় বরং মানুষ এই মর্যাদা লাভ করছে এবং বর্তমানেও লাভ করে যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তেরশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আর উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী যারা এই সময়ে সংগ্রাম ও সাধনা করেছে সন্দেহাতীতভাবে তারা প্রতিশ্রুতি لَنَهْدِيَنَّهُمْ থেকে নির্ধারিত অংশ লাভ করেছেন আর বর্তমানেও লাভ করছেন এবং ভবিষ্যতেও লাভ করবেন। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার এই কল্যাণ থেকে অংশ পাই। আর কখনও যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জিহাদ, আল্লাহ্‌র আদেশ মোতাবেক জীবনাচারের জিহাদ, কুরআন করীমের সাত শতাধিক আদেশ মোতাবেক চলার জিহাদ, ঈমান পরিপূর্ণ করার জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ করার সংগ্রামকে দুর্বল হতে না দেই। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই যেন উন্নতির পানে ধাবমান হয় এবং এই রমযান যেন আমাদের এই জিহাদের একটি মাইল ফলক হয়। এ প্রসঙ্গে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরও কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। এটি এমন একটি বিষয় যা বারবার শুনে উপলব্ধি করা আবশ্যক আর তা যদি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় তবে আমাদের পক্ষে পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধন করা সম্ভব।

যেভাবে আমাদের পার্থিব জীবনে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিটি কাজের একটি আবশ্যক কর্মফল রয়েছে আর সেই কর্মফল হল খোদা তা'লার কাজ। অনুরূপভাবে ধর্মজগতেও একই রীতি প্রযোজ্য; যেমনটি খোদা তা'লা এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আনকাবুত: ৭০)

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

(সূরা আস সাফফ: ০৬)

অর্থাৎ যারা খোদার অন্বেষণে পরিপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করেছে তাদের এই সাধনার বিনিময়ে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আমাদের কর্তব্য হল– আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। অপরদিকে যারা বক্রতা অবলম্বন করেছে এবং সরল পথে চলা পছন্দ করে নি তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হল– আমরা তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিব।

অতঃপর বিষয়টিকে তিনি ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও উপস্থাপন করেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি আমাদের পথ লাভ করার জন্য তোমরা জিহাদ করে আমাদের পথ পাও তবে মনে রাখবে! এর একটি ঋণাত্মক দিকও রয়েছে; আর তা হল– আমার পথে না চললে তোমাদের হৃদয় বক্র হয়ে যাবে। দোয়া গৃহীত হওয়া দূরের কথা; আল্লাহ্‌র পথে না চলার কারণে তোমাদের শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে পড়তে হবে আর শয়তানের ক্রোড়ে ঠাঁই নেয়া মানুষ তার ইহকাল ও পরকাল দুকুলই হারায়। অতএব এই বাণীতে যেমন শুভ-সংবাদ রয়েছে পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা অন্য স্থানে সাবধানও করেছেন। অতঃপর অন্য একটি স্থানে তিনি (আ.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, "মানুষের হৃদয়ে কয়েক ধরনের অবস্থা বিরাজ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে খোদা তা'লা পুণ্যাত্মা লোকদের দুর্বলতা দূরীভূত করেন আর পবিত্রতা ও সৎকর্মের শক্তি ঐশীদান হিসেবে প্রদান করে থাকেন।

এরপর তাঁর দৃষ্টিতে ঐসব বিষয় অপছন্দনীয় হয়ে যায় যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এবং ঐসব পথ প্রিয় হয়ে যায়, যা খোদা তা'লার কাছে প্রিয়। তখন সে এরূপ এক শক্তি লাভ করে যার পর দুর্বলতা থাকে না। এরপর এরূপ উদ্দীপনা প্রদত্ত হয় যার পর অলসতা থাকে না। আর এরূপ তাকওয়া প্রদান করা হয় যার পর কোন পাপ থাকে না এবং খোদা তা'লার এরূপ সন্তুষ্ট হয়ে জান যার পর ভুলভ্রান্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এ পুরস্কার অনেক দেরিতে লাভ হয়। মানুষ তার দুর্বলতার জন্য প্রথম দিকে অনেক হোঁচট খায় এবং চরম অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অবশেষে তাকে সত্যবাদী পেয়ে সর্বোচ্চ শক্তি তাকে টেনে নেয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার শক্তি তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।) ঐদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেছেন وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ আরবী ভাষায়ই তিনি বলেছেন,

نسبتهم على التقوى و الايمان و نهدينهم سبل المحبة و العرفان و سنيسرهم لفعل الخيرات و ترک العصيان

[নুসাব্বিতুহুম আলাত্তাক্ওয়া ওয়াল ঈমান ওয়া নাহদিয়ান্নাহুম সুবুলাল মুহাব্বাতি ওয়াল ইরফানি। ওয়া সানুয়্যাস্‌সিরুহুম লিফে'লিল খাইরাতি ওয়া তারাকাল ইসইয়ান] অর্থাৎ আমরা তাদের তাকওয়া ও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিব এবং অবশ্যই তাদেরকে ভালোবাসা ও তত্ত্বজ্ঞানের পথের সন্ধান দিব এবং তাদেরকে ক্রমাগতভাবে পুণ্যকাজ করার এবং পাপ ত্যাগ করার সামর্থ্য দান করব।

আমি পূর্বেও বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا এর বরাতে আমাদেরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে নসীহত করেছেন এবং প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। এ উদ্ধৃতিতে মানব প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ সর্বদা এক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। মানুষের স্বভাবে চড়াই উতরাই আসতেই থাকে। কিন্তু যে পুণ্যপ্রকৃতির মানুষ সে তার দুর্বল অবস্থা থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে। তওবা ইস্তেগফার করে, আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে বিনত হয় এবং স্বীয় দুর্বলতায় লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্ধানে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'লার দানের গুণ উদ্বেলিত হয়, তার ক্ষমা প্রবল হয় এবং তিনি তাঁর বান্দার দিকে দৌড়ে আসেন এবং তাকে পবিত্রতা ও পুণ্যের শক্তি দান করেন। মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পবিত্রতা ও পুণ্যের শক্তি সৃষ্টি হয় তখন তার সব কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায়। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও অলসতা থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। সে তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী হয়ে যায় এবং তাকে পাপ থেকে রক্ষা করা হয়। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার এমন সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায় যে তার মাধ্যমে এরূপ ভুল সংঘটিতই হয় না যা খোদা তা'লাকে রুষ্টকারী। তিনি (আ.) বলেছেন, কিন্তু স্মরণ রেখ! এ অবস্থা অর্জনের জন্য অবিচলতার সাথে লাগাতার পরিশ্রম করতে হয়, সাময়িক পরিশ্রম নয় বরং ক্রমাগত পরিশ্রম আবশ্যক। অতঃপর এসব পুণ্য এবং দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য জীবনের অংশ হয়ে যায়।

অতঃপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেছেন, (পবিত্র কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে) যে আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা

করবে আমরা তাকে আমাদের পথ প্রদর্শন করব, এটিই হল প্রতিশ্রুতি। অন্যদিকে আমাদেরকে "ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম" দোয়াও (আল্লাহ্ তা'লা) শিখিয়েছেন। অতএব, মানুষের উচিৎ এটিকে দৃষ্টিতে রেখে যেন কাকুতি মিনতির সাথে এ বাসনা নিয়ে দোয়া করা হয়, যেন সে-ও ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হয় যারা উন্নতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে। এ জগৎ থেকে নির্বোধ ও অন্ধরূপে উত্থিত হবে- এমন যেন না হয়।

অতএব, এ মর্যাদা লাভের জন্য যেখানে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে নিজ পথ প্রদর্শন করেন, সেখানে اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحة - ٦) দোয়াও বার বার পাঠ করা উচিত। এক পুণ্যবান ব্যক্তির নামায পড়ার সময় কীরূপ অবস্থা হত কাদিয়ানের কেউ সে ঘটনাটি বর্ননা করেছেন। সেই বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী মসজিদে মুবারকের এক কোণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। খুবই আবেগআপ্লুত অবস্থায় ও বিগলিতচিত্তে অনেকক্ষণ যাবৎ হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মাঝে এই কৌতুহল জাগে যে, গিয়ে দেখি তিনি কী পড়ছেন কেননা মৃদু আওয়াজও আসছিল। কাজেই (গিয়ে দেখলাম), বার বার তিনি اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এবং اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ –ই পুনরাবৃত্তি করছিলেন এবং আবেগাপ্লুত ছিলেন। অতএব এটি হল সেই দোয়া যা মানুষকে নিজ হেদায়েতের জন্য অনেক বেশি পড়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সত্য প্রতিশ্রুতি হল, যে ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় এবং সদিচ্ছা নিয়ে তাঁর পথের সন্ধান করে তার জন্য তিনি হিদায়াত ও তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খুলে দেন। যেভাবে তিনি নিজেই বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *(সূরা আনকাবুত: ৭০)* অর্থাৎ যেসব মানুষ আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে আমরা তাদের জন্য আমাদের পথগুলো খুলে দেই। আমাদের মাঝে বিলীন হওয়ার অর্থ হল– বিশুদ্ধ নিষ্ঠা ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে তারা খোদার সন্ধানে এই চেষ্টাসাধনা করে, অর্থাৎ একমাত্র খোদাকেই আমরা পেতে চাই। এতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা জাগতিক কোন উদ্দেশ্য থাকে না বরং আসল উদ্দেশ্য থাকে খোদাকে পাওয়া। নিষ্ঠার সাথে খোদাকে লাভ করা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু কেউ যদি হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপের ছলে পরীক্ষা করে সে দুর্ভাগা ও বঞ্চিত রয়ে যায়। অতএব এই পবিত্র নীতির ওপর ভিত্তি করেই যদি তোমরা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে চেষ্টা করো এবং দোয়া করতে থাক তাহলে (জেনে রেখো) তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার পরোয়া না করে তাহলে (তার জানা উচিত) তিনি অমুখাপেক্ষীও বটে। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের কোন পরোয়া করবেন না।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, জাগতিক সব কাজেই সর্বপ্রথম মানুষকে কিছু করতে হয়। জাগতিক যে কর্মকাণ্ড রয়েছে তাতে প্রথমে মানুষকে চেষ্টা করতে হয়। পৃথিবীতেও রীতি হল মানুষ যখন হাত-পা নাড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তার কাজে বরকত দান করেন। অনুরূপভাবে খোদার পথেও তারাই উৎকর্ষ লাভ করে যারা চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا। অতএব চেষ্টা করা উচিত, কেননা চেষ্টা প্রচেষ্টাই সফলতার একমাত্র পন্থা। অতএব যখন আমরা জাগতিক কোন কিছু অর্জনের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করি সেখানে খোদাকে লাভের পথসন্ধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা কেন করি না। কেন আমরা এমনটি মনে করি যে, মুখ দিয়ে একটু কিছু বললেই আল্লাহ্ তা'লাকে পেয়ে যাব অথবা আমাদের দোয়াগুলো তিনি কবুল করে নিবেন? অতএব এখানে আবার কথাই প্রযোজ্য যে, যেসব লোক বলে থাকে আমাদের দোয়া কবুল হয় না তারা যেন প্রথমে আত্মবিশ্লেষণ করে। এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য আরামপ্রিয়তার পথ অনুসরণ করা হবে কিন্তু জাগতিক বিষয়াদি লাভ করার জন্য পরিশ্রমের নীতি দৃষ্টিপটে রাখা হবে! সকল ক্ষেত্রেই তাহলে এই নীতি চলবে।

আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে হলে পরিশ্রম আবশ্যক– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরেক স্থানে বলেন, যেসব লোক আমাদের পথে সংগ্রাম করে অবশেষে তারা আমাদের তত্ত্বাবধানে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যায়। যেভাবে বীজ বপনের পর চেষ্টা তদবীর না করলে ও সেচ দেয়া না হলে সেই বীজ বরকতশূন্য রয়ে যায় বরং নিজেও ধ্বংস হয়ে যায় অনুরূপভাবে তোমরাও যদি এই অঙ্গীকারকে প্রতিদিন স্মরণ না রাখ এবং এ দোয়া না করো যে, হে আমার খোদা! আমাকে সাহায্য করো তাহলে ঐশী কৃপা বর্ষিত হবে না আর ঐশী সাহায্য ব্যতীত পবিত্র পরিবর্তন অসম্ভব।

অতএব এটি হল প্রকৃতির নিয়ম। আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্যও এটি আবশ্যক। যেভাবে বীজ বপন করে একজন কৃষক বসে থাকে না অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও মানুষকে শুধু এটি নিয়ে বসে থাকলে কোন লাভ হবে না যে আমি ঈমান এনেছি, মান্য করেছি বরং চেষ্টা করতে হবে এবং নিজ ঈমানরূপী চারাগাছের পরিচর্যা করতে হবে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, যে ব্যক্তি খোদার পানে ধাবিত হবে খোদা তা'লাও তার প্রতি সুদৃষ্টি দিবেন। তবে যা আবশ্যক তা হল, সে সাধ্যানুসারে দুর্বলতা প্রদর্শন না করার চেষ্টা করবে। এভাবে তার চেষ্টা-সাধনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে তখন সে খোদা তা'লার নূর বা জ্যোতি সে দেখতে পাবে।

তিনি (আ.) বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আয়াতে

এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যতটুকু চেষ্টা করা তার দায়িত্ব তা তাকে করতে হবে। যেখানে বিশ হাত খনন করলে পানি বের হবে সেখানে কেবল দুই হাত খনন করেই সে মনোবল হারিয়ে ফেলবে– এমনটি যেন না করে। বিশ বা ত্রিশ ফুট খনন করলে পানি বের হয় কিন্তু সে দুই-চার ফুট খনন করেই পানি বের হয় না বলে মনোবল হারিয়ে বসবে! (এমনটি যেন না হয়।) তিনি (আ.) বলেন, প্রত্যেক কাজের সফলতার মূলমন্ত্রই হল, মনোবল না হারানো। এছাড়া এই উম্মতের জন্য তো আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, কেউ যদি দোয়া এবং আত্মশুদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাহলে কুরআন করীমের সকল প্রতিশ্রুতিই তার ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি অবিচলভাবে পরিপূর্ণ চেষ্টার পর দোয়া এবং আত্মশুদ্ধির নীতিতে কাজ করবে কুরআন শরীফের সকল প্রতিশ্রুতি তার ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, যে এর বিপরীত কাজ করবে সে বঞ্চিত হবে, কেননা আল্লাহ্‌র সত্তা অতিব আত্মাভিমানী। তাঁর দিকে আসার পথ তিনি অবশ্যই রেখেছেন কিন্তু এর দরজা বানিয়েছেন সংকীর্ণ। এ পর্যন্ত সে-ই পৌঁছাতে পারে যে তিক্ত শরবত পান করে অর্থাৎ পরিশ্রম করতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ জাগতিক স্বার্থে দুঃখবেদনা সহ্য করে এমনকি অনেকে এতেই ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার জন্য একটি কাঁটার (খোঁচাও) কেউ সহ্য করা পছন্দ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে থেকে পূর্ণ নিষ্ঠা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন প্রকাশিত না হবে, অর্থাৎ বান্দার পক্ষ থেকে সততা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার লক্ষণ প্রকাশিত না হয় তাহলে অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও অনুগ্রহের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, তাহলে ঐ দিক থেকে দয়ার নিদর্শন কীভাবে প্রকাশ পাবে? অতএব এগুলো হল তাদের প্রশ্নের জবাব যারা বলে, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি। যেন তারা খোদা তা'লাকে বাধ্য করছে, ভাবটা এমন যে আমাদের ইচ্ছা হলেই আমরা খোদা তা'লার কাছে আসব এবং প্রয়োজন পড়লে আসব আর নাউযুবিল্লাহ্ খোদা তা'লা আমাদের কাছে বাধ্য। অর্থাৎ আমরা যা বলব এবং যেভাবে চাইব সেভাবেই তাঁকে আমাদের দোয়া কবুল করতে হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, জাগতিক নিয়মকানুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে না। তাহলে খোদা তা'লার বিষয়ে এই প্রত্যাশা কেন করা হবে যে, আমরা যেভাবে চাইব সেভাবেই হতে হবে এবং বিনা পরিশ্রমে হওয়া চাই? অতএব এখানে এটিই বলেছেন যে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আস তাঁর ভালোবাসার দৃশ্য দেখ।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত! কর্ম ছাড়া ঈমানের দৃষ্টান্ত নহরবিহীন কোন বাগানের ন্যায়, যেমনটি নালা বা পানিবিহীন কোন বাগান হয়ে থাকে। যে গাছ লাগানো হয় তাতে সেচ দেয়ার প্রতি যদি মালিক দৃষ্টি না দেয় তাহলে একদিন তা শুকিয়ে যাবে। ঈমানের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে। وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا অর্থাৎ তোমরা ছোটোখাটো কাজ করে তৃপ্তির ঢেকুর নেবে না বরং এ পথে অনেক বেশি চেষ্টাসাধনা আবশ্যক। নফসকে ষাঁড়ের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, ওয়াল ইউমিনু বি অর্থাৎ আমাকে যারা ডাকে তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনে। অতএব ঈমান হল, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে ঈমানের বাগানের পরিচর্যা ও দেখাশোনা করতে বলেছেন। আমরা আমাদের বাড়িতেও দেখি, আমরা যদি নিয়মিত চারাগাছের পরিচর্যা না করি, সেগুলোর যত্ন না নেই তাহলে সেগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে। তাহলে আমরা কীভাবে ঈমানের বাগানকে কোনরকম পরিচর্যা ছাড়াই ফেলে রাখতে পারি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভিন্ন আঙ্গিকে এই বিষয়টি বর্ণনা করছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমাদের পথের সংগ্রামীরা পথের সন্ধান পাবে। এর অর্থ হল, এই পথে নবীর সাথে যুক্ত হয়ে চেষ্টাসাধনা করতে হবে। এক-দুই ঘণ্টা পর পালিয়ে যাওয়া মুজাহিদের কাজ নয়, বরং তার কাজ হল, জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকা। অতএব মুত্তাকীর চিহ্ন হল অবিচলতা। কাজেই আমরা যেহেতু বয়আত করার সময় এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করব সেহেতু এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এটি দেখা আবশ্যক যে, ধর্ম আমাদের কাছে কী চায় যা আমাদের অগ্রগণ্য রাখতে হবে আর এর ওপর অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিতও থাকতে হবে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর পথের সন্ধানে সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর কাছে এ সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ যারা আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে চেষ্টা করে, আমরা তাদেরকে নিজেদের পথ দেখিয়ে দিই– এই বিধান অনুসারে নিজে হাতে ধরে তাকে পথ দেখিয়ে দেন ও তাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ই যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় দোয়াতে অনীহা থাকে এবং বিশ্বাস শির্ক ও বিদআতে কলুষিত থাকে তবে সেই দোয়ার কিইবা মূল্য এবং সে যাচনা কোন্ কাজের যে, তার শুভ ফলাফল সামনে আসবে?

অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত, আমরা কি এরূপ চিন্তা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পথের সন্ধান করছি এবং আমাদের হৃদয় কি গায়রুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছু) থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে? আবার তওবা ও

ইস্তেগফারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন,

"তওবা ও ইস্তেগফার আল্লাহ্‌কে পাবার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا – পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে এই পথে লেগে থাক, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা কারও প্রতি কার্পণ্য করেন না। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফের শিক্ষার কল্যাণে এ বিষয়টি আমার নিকট এরূপ মনে হয় যে, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে নিজের দয়া, কৃপা, করুণা ও অনুগ্রহের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং নিজের রহমান (অযাচিত অসীম দাতা) হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে এ-ও বলেছেন যে, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى *(সূরা আন নাজম ৪০)* এবং وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا বলে স্বীয় কৃপারাজিকে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সেইসাথে এক্ষেত্রে সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কর্মপন্থা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সাহাবীদের জীবন মনোযোগ সহকারে দেখ, তারা কি অল্পবিস্তর নামাযের মাধ্যমেই সেসব পদমর্যাদা অর্জন করেছিলেন? না, বরং তারা তো খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন নি এবং গরু-ছাগলের মত খোদার পথে উৎসর্গীত হয়েছেন, যার পরে তারা এই মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, অধিকাংশ লোককেই আমরা দেখেছি যে, তারা চায় যেন ফুঁ দিয়েই তাদেরকে সেসব পদমর্যাদায় উপনীত করা হয় আর তারা যেন আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [এটি হওয়া সম্ভব না] অতএব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা রহীম এবং করীমও বটে, কিন্তু সেই সাথে তিনি খাঁটি ঈমানের অধিকারী হওয়ার জন্য এই শর্তও নিরুপণ করেছেন যে, তাদেরকে তাঁর পথে জিহাদকারী হতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের মর্যাদা ক্রমাগত উঁচু করতে থাকেন। তারা দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যতের নিদর্শন পূর্বের তুলনায় অধিকহারে অবলোকন করে যা সাহাবীরা দেখেছেন। এছাড়া তারা খোদা তা'লার ভালোবাসায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। তারা আল্লাহ্ তা'লার পথে নিহত হলেও জান্নাত এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ লাভ করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, যারা খোদা তা'লার সত্তায় বিলীন হয়ে খোদাপ্রাপ্তির জন্য ছটফট করে ও বিগলিত চিত্তে চেষ্টা করে তাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা বিফলে যায় না, অবশ্যই তাদের পথ দেখানো হয়, হেদায়েত দেয়া হয়। যখন কেউ আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে খোদা তা'লার দিকে পা বাড়ায় খোদা তা'লাও পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে তার দিকে অগ্রসর হন। মানুষের দায়িত্ব হল, গভীরভাবে প্রণিধান করা এবং সত্যান্বেষণের সত্যিকার ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য যে পন্থা আল্লাহ্ তা'লা বাতলে দিয়েছেন তা অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ব্যাপারে উদাসীন হয় আল্লাহ্‌ও তার বিষয়ে কোন পরোয়া করেন না। এরপর তিনি বলেন, তোমরা নিজ নফসে পরিবর্তন আনার জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করো, নামাযে দোয়া করো, দান-খয়রাত এবং অন্য সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا -এর দলভুক্ত হয়ে যাও। রোগাক্রান্তরা যেভাবে চিকিৎসকের কাছে যায়, ঔষধ সেবন করে, জোলাপ (অর্থাৎ রেচক তথা পয় নিঃসরক ঔষধ) নেয়, রক্ত বের করে এবং সেক দেয় অর্থাৎ আরোগ্য লাভের জন্য সব ধরনের চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে একইভাবে নিজের আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহকে দূর করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা-সাধনা করো। শুধু বুলিসর্বস্ব নয় বরং চেষ্টা-সংগ্রামের যত পন্থা রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা বাতলে দিয়েছেন সেসব পন্থা অবলম্বন করো।

অতএব, এই হল সেই পন্থা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার পথ উন্মুক্ত হতে থাকে আর এরপর দোয়ার প্রতিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

তিনি বলেন, মানুষের উচিত এই নশ্বর জীবনকে এতটা কুৎসিৎ মনে করা যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার তার সর্বদা চেষ্টা থাকবে। অর্থাৎ এই জীবনকেই সবকিছু মনে করো না বরং এই জীবনকে অর্থাৎ জাগতিকতাকে ক্ষণস্থায়ী ও নোংরা জীবন জ্ঞান করো। আর দোয়া করা উচিত কেননা যখন কেউ যথাযথ চেষ্টাসাধনা করে আর এরপর আন্তরিকভাবে দোয়া করে তখন অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরিত্রাণ দান করেন এবং সে পাপের জীবন থেকে বেরিয়ে আসে কেননা দোয়া কোন সাধারণ জিনিস নয় বরং এটি একপ্রকার মৃত্যুই। মানুষ যখন এই মৃত্যুকে বরণ করে নেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই অপরাধপ্রবণ জীবন থেকে রক্ষা করেন যা মৃত্যুর কারণ, এবং তাকে এক পবিত্র জীবন দান করেন। তিনি বলেন, অনেকেই দোয়াকে একটি সাধারণ জিনিস বলে মনে করে। স্মরণ রাখা উচিত, প্রথাগতভাবে নামায পড়ে বসে হাত উঠিয়ে, মুখে যা আসে তা বলে দেয়াই দোয়া নয়। এমন দোয়ার ফলে কোন লাভ হয় না, কেননা এই দোয়া নিছক মন্ত্রের ন্যায় হয়ে থাকে। এতে হৃদয়ও অংশগ্রহণ করে না, আর আল্লাহ্ তা'লার কুদরত ও শক্তিসমূহের প্রতি ঈমানও থাকে না। স্মরণ রেখো! দোয়া এক মৃত্যু বিশেষ। মৃত্যুর সময় যেমন অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, একইভাবে দোয়ার জন্যও সেরূপ ব্যাকুলতা ও উদ্দীপনা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই, দোয়ার ক্ষেত্রে যতক্ষণ পূর্ণ ব্যাকুলতা ও চিত্তের বিগলন সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ কোন ফল হয় না। অতএব রাতে

উঠে একান্ত বিগলিতচিত্তে আহাজারি করে এবং কাকুতি-মিনতির সাথে খোদা তা'লার কাছে নিজের সমস্যাদি উপস্থাপন করা উচিত। এই দোয়াকে এমন পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত যেন মৃতবৎ অবস্থার অবতারণা হয়। তখন গিয়ে দোয়া গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে উপনীত হয়।

তিনি বলেন, একথাও মনে রাখবে! সর্বপ্রথম ও প্রয়োজনীয় দোয়া হল, মানুষের নিজের জন্য পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য দোয়া করা। এ দোয়াই সকল দোয়ার মূল ও শাখাপ্রশাখা । কেননা এ দোয়া যখন গৃহীত হবে এবং মানুষ সব ধরনের নোংরামী ও কলুষ থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন অন্যান্য দোয়া যা তার চাহিদা সম্পর্কে হয়ে থাকে, [অর্থাৎ মানুষের অন্যান্য যেসব পার্থিব প্রয়োজনাদি রয়েছে,] সেসব তাকে আর চাইতেও হয় না। বরং এগুলো আপনাআপনিই গৃহীত হতে থাকে। পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়ার দোয়া করাই খুব কঠিন ও শ্রমসাধ্য বিষয়। [সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল, মানুষ যেন নিজের জন্য পাপ থেকে মুক্তির দোয়া করে।] এবং খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যেন মুত্তাকী ও পুণ্যবান সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ, প্রাথমিকভাবে মানুষের হৃদয়ে যে পর্দা থাকে তা দূরীভূত হওয়া আবশ্যক। তা দূরীভূত হলে তখন অন্যান্য পর্দা সরানোর জন্য ততটা পরিশ্রম ও কষ্ট করার প্রয়োজনই হবে না, কেননা খোদা তা'লার অনুগ্রহ তার লাভ করার ফলে হাজার হাজার পাপ এমনিতেই দূরীভূত হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। অন্তরে যখন পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তার নিগরান ও অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার কোন প্রয়োজন ব্যক্ত করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তা পূর্ণ করে দেন। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম রহস্য যা তখনই উন্মোচিত হয় যখন মানুষ সেই মর্যাদায় উপনীত হয়। এর পূর্বে এটি বুঝা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু এজন্য এক মহান চেষ্টা-সংগ্রামের প্রয়োজন, কেননা দোয়াও এক সংগ্রামের দাবি রাখে। যে ব্যক্তি দোয়া করার বিষয়ে উদাসীনতা দেখায় এবং এর সাথে দূরত্ব রাখে, আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না ও তার থেকে দূরে চলে যান। তাড়াহুড়া ও ত্বরাপরায়ণতা এক্ষেত্রে কাজে আসে না। খোদা তা'লা নিজ কৃপা ও করুণাভরে যা চান তাই দেন এবং যখন ইচ্ছা দান করেন; আবেদনকারীর এ কাজ নয় যে, সে তৎক্ষণাৎ তা প্রদান করা না হলে অভিযোগ করবে ও কুধারণা পোষণ করবে। বরং তার কাজ হল, দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে যাচনা করতে থাকা।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব বিষয়ের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং এই রমযানকে আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম করুন, আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী বানিয়ে দিন, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নকারী বানিয়ে দিন, আমাদেরকে দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা দান করুন আর এই অবস্থা যেন স্থায়ী হয়। অর্থাৎ রমজানেও এবং রমজানের পরেও আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হবার কর্তব্য পালন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করুন যা থেকে আমরা যেন কখনও বিচ্যুত না হই এবং সর্বদা তাঁর স্নেহদৃষ্টি যেন আমাদের ওপর থাকে। আমরা যেন যুগ-ইমামের হাতে বয়আতের কল্যাণে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এই পুরস্কার পেয়ে কখনও যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই, [অর্থাৎ যুগ-ইমামকে মান্য করার যে সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন- সেই পুরস্কার।] আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে সদা সুরক্ষিত রাখুন। আমাদের দোয়া কবুল করে শত্রুদের সৃষ্ট অনিষ্টে তাদের ক্লিষ্ট করুন, জামা'তের উন্নতির উপকরণ সর্বদা সৃষ্টি করতে থাকুন। অতএব এই রমযানকে নিজেদের দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যম বানিয়ে নিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

পৃথিবীর চলমান অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হোক যেন তারা তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে।

জুমুআর নামাযের পর আমি এমটিএ'র একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করব। এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এই ওয়েবসাইটটি বানিয়েছে; একটি মোবাইল এ্যাপলিকেশন বানিয়েছে যেটিতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবী (রা.) সম্পর্কিত আমার খুতবাসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে জামা'তের সদস্যরা জুমুআর এসব খুতবা দেখার পাশাপাশি বদরের যুদ্ধের সাহাবীদের সম্পর্কে তৈরিকৃত প্রোফাইলও পাঠ করতে পারবেন এবং কেউ যতটুকু দেখেছে ও পড়েছে সেস্থানে বুকমার্কও করে রাখতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক সাহাবী সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরমূলক একটি কুইজ রয়েছে। ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট ম্যাপও দেখতে পারবে। নাম এবং আরবি কঠিন শব্দের উচ্চারণও শোনা যাবে। এখন পর্যন্ত আপলোড করা তথ্যাবলীর পাশাপাশি আগামীতে যেসব নতুন তথ্য ও ভিডিও আসবে- তাও প্রতি সপ্তাহে এখানে সরবরাহ করা হবে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা হল: www.313companions.org

আমি যেভাবে বলেছি, নামাযের পর এর উদ্বোধন হবে। আল্লাহ্ তা'লা এটিকেও মানুষের জন্য উপকৃত হওয়ার মাধ্যম বানান। *(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

সীরাতুল মাহদী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

(২৬তম কিস্তি)

১০৮) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: কাজী আমীর হোসেন সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিবেদন করি, হুযূর! হাদীসে বর্ণিত আছে সব নবী ছাগল চরিয়েছেন। আপনিও কি কখনও ছাগল চরিয়েছেন? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ। একবার আমি বাহিরে ক্ষেতের দিকে গেলে দেখি এক ব্যক্তি সেখানে ছাগল চরাচ্ছে। সে আমাকে বলে, আপনি কি আমার ছাগলগুলোকে একটু দেখে রাখতে পারবেন, এর মধ্যে আমি একটি কাজ সেরে আসি? কিন্তু লোকটি সেই যে গিয়েছিল তারপর একেবারে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল। আর তার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমাকে তার ছাগলগুলো চরাতে হয়েছিল।

১০৯) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: খাকসার নিবেদন করছি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, যখন ফতেহ ইসলাম আর তৌযীহে মারাম প্রকাশ হয় তখন আমার কাছে পৌঁছার পূর্বেই একজন বিরুদ্ধবাদীর কাছে বইটি পৌঁছে যায়। সে তার সাথীদের বলে, তোমরা দেখে নিও এখন আমি মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেবকে মির্যা সাহেবের কাছ থেকে পৃথক করে দিব। তারপর সে আমার কাছে আসে আর বলে, মৌলবী সাহেব! হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে কি কোন নবী হতে পারে? আমি বলি, না! তারপর সেই ব্যক্তি বলে, যদি কেউ নবুয়্যতের দাবি করে তাহলে? আমি বলি, তাহলে আমরা এটি দেখব, সেই ব্যক্তি কি সত্যবাদী ও ধার্মিক নাকি না। যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে তার কথা অবশ্যই মেনে নিব। আমার এই উত্তর শুনে সেই লোকটি বলে, মৌলবী সাহেব! আপনকে কাবু করা সম্ভব না। হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব এই গল্প শুনিয়ে বলতেন, এটি তো শুধুমাত্র নবুয়্যতের বিষয়। আমার ঈমান হল, যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শরিয়তবাহী নবী হওয়ার দাবি করেন আর কুরআনের শিক্ষাকে রহিত করে দেন তবুও আমি অস্বীকৃতি জানাবো না। কেননা যখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রকৃতপক্ষেই সত্যবাদী ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি তখন তিনি যা-ই বলবেন তা সত্য হবে। আর আমি আয়াত খাতামান নাবীয়্যিনের ভিন্ন কোন আঙ্গিক ধরে নিবো। খাকসার নিবেদন করছি, যখন কোনো ব্যক্তির আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়া অকাট্য দলিল প্রমাণসহ সাব্যস্ত হয়ে যায় তখন তাঁর কোনো দাবির ওপর আপত্তি উত্থাপন করা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নামান্তর।

(এখানে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন (রা.) যা কিছুই বলেছেন তা শুধুমাত্র নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন। নতুবা আমাদের ঈমান হচ্ছে, কুরআন সর্বশেষ শরিয়ত আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষাও এটিই ছিল। তাই হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেবের ব্যবহৃত শব্দাবলী এই নীতিগত শিক্ষার আদলে বুঝতে হবে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন,

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ - (الزخرف: ٨٢)

অর্থ: তুমি বল, 'যদি রহমান আল্লাহ্‌র কোন পুত্র থাকত তবে নিশ্চয়ই ইবাদতকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম হতাম। *(সূরা আয্ যুখরুফ: ৮২)*

১১০) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: মিয়া আব্দুল্লাহ সান্নোরী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেন, প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পর কখনও কখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের বলতেন দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত সেই প্রতিশ্রুত পুত্র আমাকে দান করেন। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন?। একদিন বৃষ্টি আরম্ভ হলে আমি মসজিদে মোবারকের ছাদে গিয়ে অনেক দোয়া করি কেননা আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট থেকে শুনেছিলাম, বৃষ্টির সময় দোয়া করলে বেশি কবুল হয়। তারপর দোয়া করতে করতে

আমার মনে হল, বাহিরে জঙ্গলে গিয়ে দোয়া করি। কেননা আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট থেকে এটিও শুনেছিলাম, বাহিরে জঙ্গলে দোয়া করলেও বেশি কবুল হয়। আমি এটা অনুগ্রহ মনে করলাম, দোয়া কবুলিয়তের এমন দুটি সুযোগই আমার কাছে রয়েছে। তাই আমি কাদিয়ান থেকে পূর্ব দিকে চলে যাই আর জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে এই বৃষ্টির মাঝে দীর্ঘ সেজদা দিয়ে দোয়া করতে থাকি। যেন প্রায় সারাদিন আমার এই বৃষ্টির মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। সেই দিন সন্ধ্যায় অথবা পরের দিন সকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে বললেন, আমার ওপর এলহাম হয়েছে, "তাকে বলে দাও, সে অনেক কষ্ট করেছে আর তাই অনেক সওয়াব পাবে"। আমি বলি, হুযূর! এই এলহাম তো মনে হয় আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কীভাবে? তখন আমি আমার দোয়া করার পুরো ঘটনা বর্ণনা করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুশি হয়ে বলেন, এমনই মনে হচ্ছে। তারপর এই খুশিতে আমি এক আনা দিয়ে বাতাসা কিনে সবাইকে খাওয়াই। কিন্তু তখন আমি এই এলহামের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারি নি। তারপর ইসমতের জন্ম হলে আমি বুঝতে পারি, এই এলহামে এটি বুঝানো হয়েছিল যে, আমার দোয়া কবুল না হলেও অনেক পুণ্য অর্জিত হবে।... *(চলবে)*

শোক সংবাদ

(১)

জনাবা নুরুননাহার ইসলাম (৫০) স্বামী মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুর। তিনি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ ভোর ৪.৩০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি নিয়মিত নামাযী, তাহাজ্জুদ গুজার, চাঁদাসহ অন্যান্য তাহরীকসমূহ পালনকারী এবং দান-খয়রাতকারী ছিলেন। তিনি মরহুম এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম (রংপুর)-এর পুত্রবধু ও নিউসোনাতলা জামা'তের জনাব জালাল উদ্দীন-এর কন্যা ছিলেন। মৃত্যুকালে পিতামাতা, স্বামী, এক ছেলে ও মেয়ে এবং জামা'তা রেখে গেছেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং সৈয়দপুর, লালমনিরহাট এবং ২০০১ সাল থেকে নিয়মিত রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্ একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। তার মেছাল নং- ১০৭৪০৫। তার রূহের মাগফিরাতের জন্য জামা'তের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম

(২)

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের সদস্য মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ গাইন গত ২৬ জুলাই ২২ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৭ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭০ বছর। মরহুম তবলীগ পাগল, অতিথিপরায়ণ, সদালাপী, আদর্শ দাই ইলাল্লাহ ছিলেন। মৃত্যুকালে ৩ তিন ছেলে ও ১ এক মেয়েসহ অসংখ্য নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। মহান রাব্বুল আলামিন যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকামে স্থান দান করেন এজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

জি. এম. সাব্বির, আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর সান্নিধ্যে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপচারিতার একান্ত কিছু মুহূর্ত

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এক নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করলেন হুযূর আকদাস

সৈয়দ আমের সফীর, প্রধান সম্পাদক, দি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্‌স, ২১ মার্চ ২০২২

আমরা নজিরবিহীন এক সময়ের মধ্য দিয়েঅতিক্রম করছি, যেখানে আমরা কল্পনাতীত ভয়াবহ পরিণামবাহী এক সম্ভাব্য বৈশ্বিক সংঘাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। সাম্প্রতিক এক একান্ত সাক্ষাতের সময় IAAAE-এর ২০২২ সালের বার্ষিক সিম্পোজিয়ামে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে হুযূর আকদাসকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন করার সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগ হয়েছিল। পাঠকদের সুবিধার্থে সেই আলোচনার বিবরণ উপস্থাপিত হল:

আমের সফীর: হুযূর! আমরা IAAAE-র সম্মেলনে আপনার ভাষণ শোনার পর অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.): কোন্ অর্থে?

আমের সফীর: হুযূর! যদিও আপনি নিয়মিতভাবেই একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে কথা বলেছেন, এই প্রথমবারের মতো আমরা হুযূরকে এমন এক অঘটনের পরবর্তীতে কীভাবে পুনর্নির্মাণ করতে হবে তার একটি ছক

সম্পর্কে কথা বলতে শুনলাম। আমি যে টেবিলে বসেছিলাম, সেখানকার মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আফ্রিকায় জমি কেনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। কেউ কেউ বলছিলেন যে, এখন যেহেতু পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে বলে মনে হয়, আর যদি খোদা না করুন এভাবে পরিস্থিতির অবনতি চলতে চলতে এটি এক নিউক্লিয়ার সংঘাতে রূপ নেয়, তাহলে আমরা এমন ধ্বংসযজ্ঞপূর্ণ এক বৈশ্বিক বিপর্যয়ের মুখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ করেই বা আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারবো?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.): সাধারণভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে কেউ অন্তত দুই-তিন মাসের খাদ্য ও পানীয়ের মজুদ রাখতে পারেন।

কিন্তু, একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সবচেয়েকঠিন দৃশ্যপটে, যেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হবে– আর কীইবা বাকি থাকবে? একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত ছাড়া, কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

সুতরাং, প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে নিউক্লিয়ার সংঘাতের চরম দৃশ্যপটে কী অবশিষ্ট থাকবে। যদিওবা কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী টিকে থাকে। তেজস্ক্রিয়তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরে এমনিতেই নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। মাটির ওপরে হোক অথবা নিচে, তেজস্ক্রিয়তা প্রবেশ করবে, আর স্বাভাবিকভাবে যেখানে মানুষ মৃত্যুবরণ করে, সেখানে উদ্ভিদও মৃত্যুর শিকার হবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বেশ কয়েক বছর ধরে মাটির ওপরের স্তরে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো মাটিতে শোষিত হলে এমনকি তার নিচের স্তরও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে কয়েক বছর পরে আবার ফসল ফলানো সম্ভব হতে পারে। কয়েক ফুট মাটি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং এরপরে নিচের মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব হতে পারে। তবে সেই পর্যায়ে লাগানোর উপযোগী বীজ পাওয়া যাবে কিনা তা-ও দেখার বিষয়।

সংক্ষেপে, এই দৃশ্যপটটি এমন ভয়ঙ্কর ও আতঙ্কজনক হতে পারে যে, মানবজাতির পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কে জানে যে, এমন পরিস্থিতিতে কে বেঁচে থাকবে আর কে মৃত্যুবরণ করবে। এ কারণেই, যেমনটি বেশ কিছু সময়পার হয়ে গেল আমি সতর্ক করে আসছি, বিশ্ববাসীর টনক নড়া এবং বোধোদয় হওয়া উচিত।

বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বাঙ্কার (পাতাল স্থাপনা) তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে কোনো কোনোটি ১৫ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই সকল বাঙ্কার ক্রয় করছেন, যেগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যেন এটম বোমার আক্রমণ এটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু যদি হাতে গোনা কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি বেঁচে যান আর বাকি সকলে, যাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন নেই, তারা ধ্বংস হয়ে যান তাহলে কীইবা লাভ হবে?

খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যতোটুকু সম্পর্ক, বর্তমানে আফ্রিকায় খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি করা হচ্ছে, কিন্তু এমন হতে পারে যে, আফ্রিকা থেকেই আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। আফ্রিকায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় আমরা বিনিয়োগ করতে পারি; কেননা, আফ্রিকা এবং বিশ্বের অন্য এমন যে কোনো অঞ্চল, যা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হবে না, তারই সম্ভাবনা থাকবে বিশ্বের ভবিষ্যৎ খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ার।

যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, "হে ইউরোপ! তুমি নিরাপদ নও, আর হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও, আর হে দ্বীপবাসীগণ! কোন মিথ্যা খোদা তোমাদেরকে রক্ষা করতে আসবে না। আমি নগরসমূহকে ধ্বংস হতে দেখছি, আর বসতিসমূহকে জনমানব শূন্য পাচ্ছি"

তখন লক্ষণীয় যে, এখানে আফ্রিকার উল্লেখ নেই। তাই আমার মন এই সম্ভাবনার দিকে যায় যে, হতে পারে আফ্রিকা মহাদেশ রক্ষা পাবে। এটি একটি চিন্তা যা মনে উদয় হয়, অথবা এমন হতে পারে যে, আফ্রিকার একটি বড় অংশ রক্ষা পাবে। সুতরাং, আমরা আফ্রিকায় বিনিয়োগ করতে পারি, কেননা ভবিষ্যতে, বিশ্ববাসীর খাবারের যোগান দিতে আফ্রিকা সহায়তা করতে পারে।

আমের সফীর: হুযূর! আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি আফ্রিকা কীভাবে বিশ্ববাসীকে খাদ্য যোগান দিবে, যেখানে বর্তমানে আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের পরিস্থিতিতে মনে হতে পারে যে, এটি তাদের সাধ্যাতীত?

খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.): আফ্রিকায় বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। যে ঘাটতি রয়েছে তা যথাযথ পরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং সততার অভাবের কারণে রয়েছে। যদি যথাযথ পরিকল্পনা এবং সততা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আফ্রিকায় এক বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে যা বর্তমানে অব্যবহৃত। এ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যথাযথভাবে এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন।

আমের সফীর: হুযূর! আপনি যেভাবে আপনার IAAAE-এর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে অনেক প্রকৌশলী, স্থপতি, ডাক্তার এবং অন্যান্য কিছু কিছু মানুষ হুযূরের বর্ণিত পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবেন। অন্যান্য আহমদীগণ যাদের এ ধরনের দক্ষতা নেই তারা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হলে কী করতে পারেন?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.): একজন আহমদীর দোয়া করা উচিত যে, এমন দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই যেন পৃথিবী রক্ষা পেতে পারে, আর যদি বা ঘটে যায়

তাহলে এর পরবর্তী ক্ষতিকরপ্রভাব থেকে যেন রক্ষা পায়। আর আমরা কী করতে পারি? যখন আমরা আমাদের সামনে অন্ধকার দেখি তখন তা আমাদেরকে অন্যদের কাছে এর পরিণাম বর্ণনা করার কাজে নিয়োজিত করে। এখন কেবল আল্লাহ্‌ই বিশ্বকে রক্ষা করতে পারেন এবং এইসব মানুষের অন্তরে কিছু সুবুদ্ধির উদয় করাতে, অথবা তাদেরকে বোঝানোর বিভিন্ন প্রয়াসকে ফলদায়ক করতে পারেন। এ কারণেই আমি বিশ্ব-নেতৃবর্গকে বছর দুয়েক আগে পত্র প্রেরণ করেছিলাম এ কথা বলে যে, বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বোধোদয় হওয়া উচিত এবং তাদের নিজ স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু, তারা সতর্ক হতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুবাদিতার কাছে তারা পরাভূত এবং এখন কেবল আল্লাহ্‌র রহমতই তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

তবে আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কেউ শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে দাবি করতে পারেন না যে, তিনি জানেন কী ঘটতে চলেছে। আমরা কেবল দোয়া করতে পারি, যদি এটাই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করেন। আর যদি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ এমন করুন, বিশ্ব জুড়ে মানবতার বৃহৎ অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মতো এমন বৃহদাকার ধ্বংসযজ্ঞ যেন টলে যায়।

আমের সফীরঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোভিড-এর কারণে কিছু মানুষ তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন এনেছেন এবং তারা হয় খোদা তা'লার আরও নিকটবর্তী হয়েছেন, অথবা অন্তত তাদের পরিবার এবং জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলোকে তারা পূর্বে উপেক্ষা করছিলেন, সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। একটি বৈশ্বিক সংঘাত কি একটি সতর্কবাণী বা একটি যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে সেই ধরনের ভূমিকা পালন করবে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ এটি নিঃসন্দেহে একটি সতর্কবাণী। এমন পরিস্থিতিতে এমন মানুষ রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসেন। আর সেটাই আমি বিভিন্ন উপলক্ষে বর্ণনা করে আসছি। অর্থাৎ, মহৎ হৃদয়ের এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ খোদা এবং ধর্মের দিকে ফিরে আসবেন। কিন্তু যখন তারা আসবেন, সেই সকল সত্য-সন্ধানীদেরকে পথ দেখানোর জন্য কোনো পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। এই কারণেই এটি আবশ্যক যে, আমরা যেন পূর্ব থেকেই মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, যেন যখন পরিস্থিতির উদয় হবে এবং মানুষ প্রশ্ন করবে 'এখন আমাদের কী করণীয়?', তখন যেন আমরা তাদেরকে খোদার দিকে পথ প্রদর্শন করতে পারি এবং তাদেরকে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। পরবর্তী সেই সময়ে আমরা কেবল তখনই মানুষকে পথ দেখাতে পারবো যখন পূর্ব থেকেই তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। যদি পূর্ব থেকেই তাদের সঙ্গে কোন উল্লেখযোগ্য আলাপ-আলোচনা না হয়ে থাকে, তাহলে এটি আরও কঠিন হয়ে পড়বে, কেননা, মানুষ এ বিষয়ে এমনকি পরিচিতই থাকবে না যে, আমরা কারা।

আর তাই, অনেক বড় পরিসরে আমাদেরকে ইসলাম-আহমদীয়াতের বাণীকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমাদেরকে মানুষের নিকট আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা উচিত এবং মানবজাতিকে খোদা তা'লার আরও নিকটবর্তী করার আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা তাদের কাছে তুলে ধরা উচিত।

আমের সফীরঃ হুযূর! এমন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আমাদের বাণী কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দিতে পারবো, যখন যোগাযোগের অনেকগুলো মাধ্যমই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ যেখানে মাটির বুকে কিছু ব্যবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, এমনও হতে পারে যে, মহাকাশে (কৃত্রিম) উপগ্রহ রয়ে যাবে এবং স্যাটেলাইট ফোন অথবা স্বাভাবিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোনো মাধ্যমে তখনও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। যদি আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চল ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়, তাহলে যারা নিরাপদ থাকবে তারা অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে পারে। এমন হতে পারে যে, কোনো কোনো এলাকায় এক প্রকারের ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে; কিন্তু অন্য এলাকা নিরাপদ থাকবে। কখনও কখনও কোন ক্ষুদ্রতর এলাকাকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে আল্লাহ্ শিক্ষা দান করে থাকেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন না। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আল্লাহ্ মানুষকে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, মানবজাতি একটি সীমিত এলাকার ধ্বংসযজ্ঞ মোকাবেলায় কতটা অপারগ, যা এই বিষয়ে সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করবে যে, 'যদি এমন ধ্বংসযজ্ঞ আরও বিস্তৃত পরিসরে সংঘটিত হয় তাহলে কেমন হবে'।

আমের সফীরঃ হুযূর! আপনি হিরোশিমায় গিয়েছিলেন এবং সেখানকার জাদুঘর দেখেছেন। হুযূর কি একটু বর্ণনা করবেন; এটম বোমা সম্পর্কে সেখানে কী দেখানো হয়েছে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ হিরোশিমায় অনেক মডেল এবং ছবি ছিল যেগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি কোথাও বসে আছেন যিনি বোমার অভিঘাত এসে পৌঁছার মুহূর্তে সেই অবস্থানেই জমাট বেঁধে গেছেন। কেউ হতচকিত হয়ে সেই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, আর তাদের মাংস বিগলিত হয়ে তাদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কিছু ভবন যেগুলো বোমার আঘাতের পরও দণ্ডায়মান ছিল, যেমন একটির গম্বুজ এবং রডগুলো শুধু টিকে ছিল। এমন কিছু মানুষ ছিল যারা তাদের অবস্থানে জমাট বেঁধে গিয়েছিলেন কিন্তু ওই মুহূর্তেই তারা মৃত্যুবরণ করেন নি।

পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত রয়েছে যার ব্যাখ্যার সূত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন আগুন ও ধ্বংস সম্পর্কে অবহিত করেন, যা কোন ব্যক্তির শরীরে কোন প্রকার ক্ষতি করার পূর্বেই তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে।

এগুলো বর্ণনা করে যে, এমন দুর্ঘটনাসমূহ কোন ব্যক্তিকে আচমকা ঘিরে ফেলে।

হিরোশিমা জাদুঘরের কিছু মডেল যেখানে নিউক্লিয়ার বোমা হামলার পর মুহূর্তের দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যারা সরাসরি আক্রান্ত হয়েছিল তাদের ত্বক তীব্র তাপ ও বিকিরণের প্রভাবে আক্ষরিক অর্থেই বিগলিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আমের সফীরঃ হুযূর! অন্যান্য সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সেই সমস্ত সংবাদ থেকে খানিকটা আড়ালে রাখতে সমর্থ হয়েছি। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে, শিশুরা এই সব সংবাদের অনেকটা মুখোমুখি। আমার ভাতিজি উল্লেখ করেছে যে, তাদের ক্লাসে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যে, যদি যুদ্ধ হয় তাহলে কী করতে হবে এবং এখানে যুক্তরাজ্যে কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্র অনুসন্ধান এবং টর্চের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু হাতের কাছে প্রস্তুত রাখা। আমার মেয়ে আমাকে বলে যে, সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত বোধ করছে, আর নিশ্চয়ই এমন আরও শিশুরা রয়েছে যাদের মনে অনুরূপ অনুভূতি বিদ্যমান। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সেই সব শিশু যারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত তাদেরকে আমরা কীভাবে আশ্বস্ত করতে পারি?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ আপনারা নিজ নিজ প্রজ্ঞা ও বোধবুদ্ধি অনুসারে শিশুদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে পারেন। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যখন ন্যায় বিচারের অধিকার হরণ করা হয়, যখন আল্লাহ্‌র অধিকার উপেক্ষিত হয়, যখন বস্তুবাদিতা, লোভ এবং পার্থিবতা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করে ফেলে, তখন এটাই তার পরিণাম। এই পথে চলার কারণে পৃথিবী আজ যে সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে আছে তা আমরা লক্ষ করতে পারি, আর এর যৌক্তিক পরিণাম হল যুদ্ধের সূচনা। বিশ্ব যদি যুদ্ধ পরিহার না করে সেক্ষেত্রে তার ফলাফল হবে ধ্বংসযজ্ঞ ও দুর্বিপাক। কিছু মানুষ বেঁচে থাকবেন, আর এমন কিছু আছেন যারা থাকবেন না।

তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের পরও, এমনকি পুরো নগরী পুনর্নির্মাণ করে পুনরায় গড়ে তোলা হয়। আমাদের এখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কেননা জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহ্‌রই হাতে। আমাদের দোয়া করা উচিত, যারা বেঁচে থাকবেন তারা যেন দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি, যন্ত্রণা ও পেরেশানি থেকে রক্ষা পান। কিন্তু প্রথমে আমাদের সবার দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং এই বিপদ টলিয়ে দেন।

শিশুদের দোয়া বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে। সুতরাং, শিশুদেরকে দোয়ায় অগ্রসর করুন, দোয়া করার বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

আমের সফীরঃ রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কিছু মানুষ পক্ষ অবলম্বন করছেন।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ যে কেউই সঠিক বা ভুল হয়ে থাকুন না কেন, প্রত্যেক পক্ষেরই একটি বক্তব্য থাকবে। কেউ শতভাগ ঠিক বা শতভাগ ভুল নয়। তথ্য এবং বাস্তবতা দেখুন তারপরে নিজের মতামত গড়ে তুলুন।

আমের সফীরঃ হুযূর! সবার মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, যুদ্ধ এড়িয়ে বিশ্বকে একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বা বৈশ্বিক সংঘাত থেকে রক্ষা করার এখনও কি কোনো সুযোগ রয়েছে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ এখনও সুযোগ আছে যদি আমরা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করি। তবে এ বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বুঝিয়ে বলেছেন যে, যখন মানুষ অন্যান্য মানুষের ওপর অন্যায়, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা পরিচালনা করে, তখন তারা এই পৃথিবীতেই এর শাস্তি পেয়ে থাকে। অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচারের জন্য আল্লাহ্‌র কোপানল ইহকালেই প্রকাশিত হয়ে থাকে।

কিন্তু ধর্মের বিষয়ে, আল্লাহ্ পরিপূর্ণ ধ্বংস নিয়ে আসেন না, বরং এমন ধ্বংস মানুষের অধিকার আদায় না করার কারণে এসে থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন পরকালে। উদাহরণস্বরূপ, যারা শির্ক (অংশীবাদিতা) করে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি পরকালে প্রকাশিত হবে।

আমের সফীরঃ হুযূর! এখন কি আমাদের আর কিছু করণীয় আছে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ঃ আমাদের দোয়া করতে থাকা উচিত যেন মানুষ আল্লাহ্‌র হক এবং তাঁর সৃষ্টির হক আদায় করে এবং এই বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের অবসান হয়।

পুতিনকে লিখুন, বাইডেনকে লিখুন, ন্যাটো নেতৃবর্গকে লিখুন যেন তারা যুদ্ধে নামার প্রবণতার লাগাম টেনে ধরেন এবং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন যা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে এবং যা পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হবে। আপনারা যে দেশেই বসবাস করুন না কেন, প্রত্যেক দেশের মানুষের উচিত হবে তাদের নিজ নিজ নেতাদেরকে যথাসম্ভব চিঠি লেখা।

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক
নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ও প্রকাশক, পাক্ষিক 'আহমদী'

মূলঃ *https://www.reviewofreligions.org/37861/personal-moments-with-his-holiness-worldwide-head-of-the-ahmadiyya-muslim-community-discussing-the-current-state-of-the-world/*

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের উদ্যোগে নও মোবাইন সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুলাই ২০২২ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদ বাইতুল বাসেত, চট্টগ্রামে মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রামের উদ্যোগে নও মোবাইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব আলহাজ্জ শাহাবুদ্দিন সিহাব সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন নও মোবাইন সদস্য জনাব জিল্লুর রহমান শাকিল সাহেব। বক্তৃতা পর্বের শুরুতে নও মোবাইন বিষয়ে হুযূর (আই.) এর উদ্বৃতি ও নির্দেশনা পড়ে শুনানো হয়। পরবর্তীতে নামায প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মুরুব্বি সিলসিলা মোহতরম খোরশেদ আলম সাহেব। নিয়মিত হুযূর (আই.)-এর খুতবা শুনার গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেমে আলা জনাব এম আরিফ উজ্জামান সাহেব। সম্মেলনের মাঝামাঝি সময়ে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মুসাব্বির হাসান এনাম ও জনাব শাহজাহান চৌধুরী সাহেব। এই নও মোবাইন সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে সভার সভাপতি জনাব আলহাজ্জ শাহাবুদ্দিন শিহাব সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে মুরুব্বি সাহেবের দোয়া পরিচালনা করার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। উক্ত সম্মেলনে নও মোবাঈনসহ প্রায় ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শামশুদ্দীন হেলাল
মোন্তাযেম উমূমী,
মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম

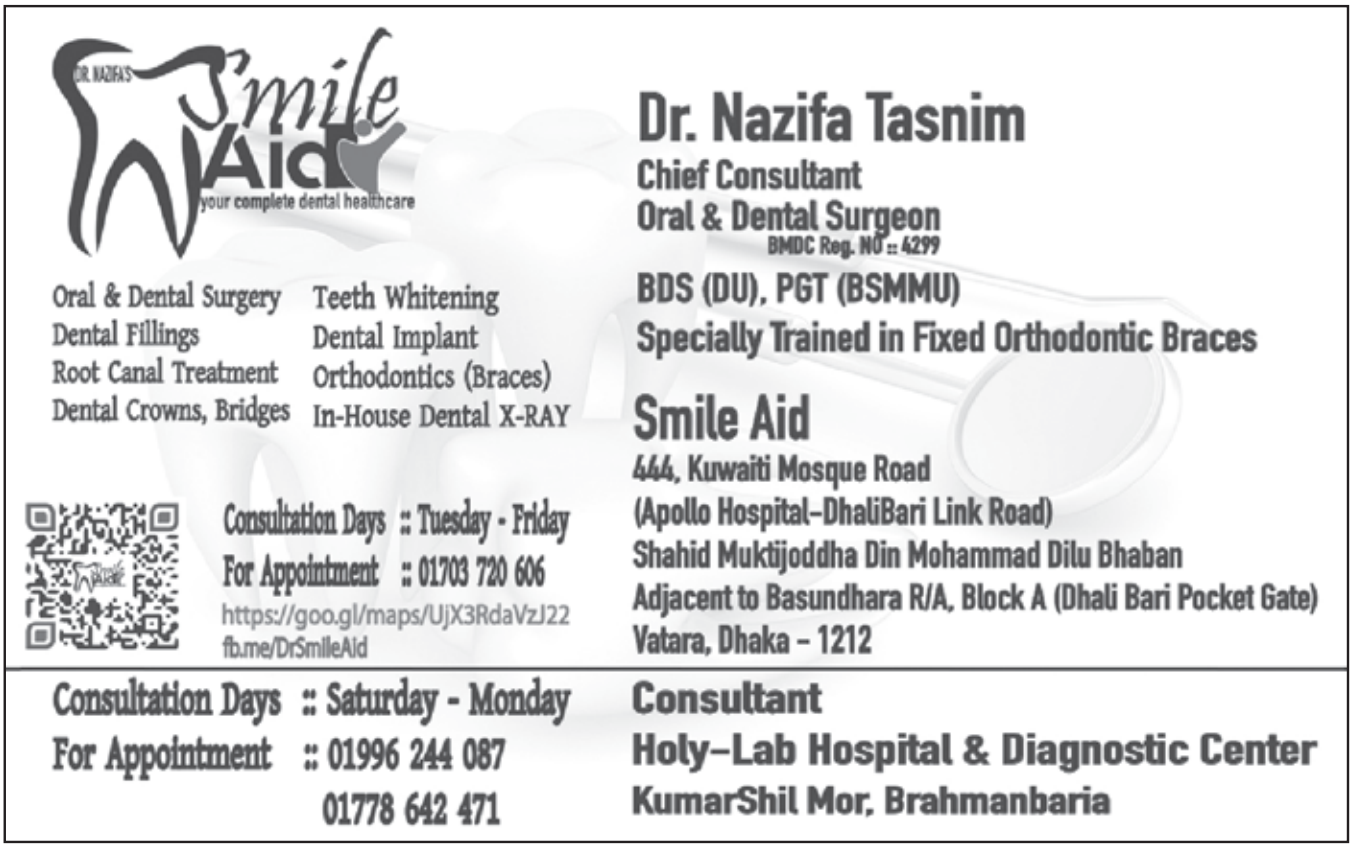

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

বিবাহ সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশিসের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশিস বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

▪ গত ০১/০৪/২০২২ ইতি বেগম, পিতা: জানে আলম, বীরগাঁও, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ-এর সাথে শেখ তানভীর আহমদ, পিতা: শেখ তারেক, নোয়াবাড়ী, সুহিলপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৪

▪ গত ০৬/০৫/২০২২ সুরাইয়া খাতুন, পিতা: মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বিশ্বাস, উত্তর ভবানীপুর, সাতবাড়ীয়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া-৭০৪০-এর সাথে মোহাম্মদ মোবাশ্বের আহমদ শামস, পিতা: মোহাম্মদ জাহিদুজ্জামান বাবু, মাজদিয়া, ধাপাড়ী, ঈশ্বরদী-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৫

▪ গত ০৬/০৫/২০২২ ইসরাত জাহান জেমি, পিতা: মরহুম ইস্‌রাইল আহমেদ, লাওয়ার হাট, নিকলী, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মমিন আহমদ হৃদয়, পিতা: মাসুক আহমেদ, লক্ষ্মীপুর, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৬

▪ গত ০৬/০৫/২০২২ আমাতুস সামী আশা, পিতা: মোহাম্মদ আক্কেল আলী, নিউসোনাতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া-এর সাথে মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন, পিতা: মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, সৈয়দপুর, নীলফামারী-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৭

▪ গত ১৪/০৫/২০২২ হামিদা আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ হযরত আলী, মিয়াপাড়া, আমতলী, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য রাঙ্গামাটি-এর সাথে মোহাম্মদ ওবেদ আলী, পিতা: জামাল উদ্দীন প্রামানিক, চড়াইখোলা, চৌধুরীপাড়া, বর্তমান: ১০/১৪, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ১,৮০,০০০/= (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৮

▪ গত ২৭ মে ২০২২ সৈয়দা নাফিসা হাসান, পিতা: সৈয়দ আহমদ হাসান, ২৫৫/৫৬৩ শেখ ফরিদ মাজার রোড, ষোল শহর ২নং গেট চট্টগ্রাম-এর সাথে ফাহিম আহমদ, পিতা: নাসির উদ্দীন মিল্লাত বাড়ী-৫, রোড ১, নূরের চালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,০০,০০১/= (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৯**

New Vol. No. 85 | 2nd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st July, 2022 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

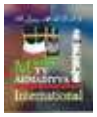

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION
ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজে
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে
২য় ব্যাচের
ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে

সুযোগ-সুবিধা:
- নার্সিং কলেজের নিকটে নিজস্ব আধুনিক হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে খুব সহজেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের প্রশিক্ষণ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থানের মনোরম পরিবেশ রয়েছে।
- সুবিশাল সাতটি আলাদা আলাদা ল্যাব ও অডিজ প্রশিক্ষক রয়েছেন।
- সুবিশাল লাইব্রেরি ও আলাদা পড়ালেখার মনোরম পরিবেশ।
- উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, নামাজের স্থান, খাবারের ব্যবস্থা, অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ এবং হল রুমের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঠাকুরপুর, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
akc.nursingcollege@gmail.com
www.akcnc.edu.bd /groups/akcnc/

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)